BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : HAJJ

كِتَابُ الْمَنَاسِكَ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

٩٦١ بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

৯৬১. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও এর ফযীলত

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (৩ ঃ ৯৭)

١٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৪২৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রা) সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হজ্জ আমার বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি হজ্জাতুল বিদা'র সময়ের।

٩٦٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

banglainternet.com

৯৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটগুলোর পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোয় উপস্থিত হতে পারে। (২২ ঃ ২৭) فِجَاجًا অর্থ হলো প্রশস্ত পথ।

١٤٢٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

১৪২৬ আহমদ ইব্‌ন 'ঈসা (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফা নামক স্থানে তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করেন, বাহনটি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকেন।

١٤٢٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنَسٌ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى .

১৪২৭ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাল্‌বিয়া পাঠ যুল-হুলাইফা থেকে শুরু হত যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতো। হাদীসটি আনাস ও ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি।

٩٦٣ بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ

banglainternet.com

৯৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ উটের হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন

আবান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)- এর সাথে তাঁর

ভাই 'আবদুর রাহমান (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি 'আয়িশাকে "তান'ঈম" নামক স্থান থেকে ছোট্ট একটি হাওদায় বসিয়ে 'উমরা করাতে নিয়ে যান। 'উমর (রা) বলেন, তোমরা হজ্জে (গমনের উদ্দেশ্যে) উটের পিঠে হাওদা মজবুত করে বাঁধ (সফর কর)। কেননা, হজ্জও এক প্রকারের জিহাদ। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (র)... সুমামা ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) হাওদায় আরোহণ অবস্থায় হজ্জে গমন করেছেন অথচ তিনি কৃপণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, নবী ﷺ হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন করেন এবং সেই উটটিই তাঁর মালের বাহন ছিল।

١٤٢٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَأَحْقَبَهَا عَلٰى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ .

১৪২৮ 'আমর ইবন 'আলী (র) .... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা 'উমরা করলেন, আর আমি 'উমরা করতে পারলাম না! নবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আবদুর রাহমান! তোমার বোন ('আয়িশা)-কে সাথে করে নিয়ে তান'ঈম থেকে গিয়ে 'উমরা করিয়ে নিয়ে এসো। তিনি 'আয়িশাকে উটের পিঠে ছোট একটি হাওদার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়ে দেন এবং তিনি 'উমরা সমাপন করেন।

٩٦٤ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

৯৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে মাবরূর (মাকবূল হজ্জ)-এর ফযীলত

١٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪২৯ 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ হজ্জ-ই-মাবরূর (মাকবূল হজ্জ)।

banglainternet.com

١٤٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا

لَكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

১৪৩০ 'আবদুর রাহমান ইবন মুবারক (র)... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আমল হলো, হজ্জে মাবরূর।

١٤٣١ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৪৩১ আদম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

٩٦٥ بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও 'উমরার মীকাত নির্ধারণ

١٤٣٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ .

১৪৩২ মলিক ইবন ইসমা'ঈল (র)... যায়দ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর কাছে তাঁর অবস্থান স্থলে যান, তখন তাঁর জন্য তাঁবু ও চাদওয়া টানানো হয়েছিল। [যায়দ (রা) বলেন] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ স্থান থেকে 'উমরার ইহ্রাম বাঁধা জায়িয হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদ্বাসীদের জন্য কারন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা (ইহ্রামের মীকাত) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٩٦٦ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

৯৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয় (২ ঃ ১৯৭)

banglainternet.com

١٤٣٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ ،

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً .

১৪৩৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীগণ হজ্জে গমনকালে পাথেয় সংগে নিয়ে যেতো না এবং তারা বলছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কায় উপনীত হয়ে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচনা করে বেড়াতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হাদীসটি ইব্ন 'উয়ায়না (র) 'আমর (র) সূত্রে 'ইক্‌রিমা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٩٦٧ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান

١٤٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪৩৪ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নজ্‌দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হজ্জ ও 'উমরা নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই (হজ্জের) ইহরাম বাঁধবে।

٩٦٨ بَابُ مِيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَلَا يُهِلُّوْا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৯৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত ও তারা যুল-হুলায়ফা পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে না

١٤٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

banglainternet.com

১৪৩৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহ্ফা থেকে ও নজদবাসীগণ কারন থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

٩٦٩ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

৯৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ সিরিয়াবাসীদের ইহ্রাম বাঁধার স্থান

١٤٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا .

১৪৩৬ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্রাম বাঁধবে।

٩٧٠ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

৯৭০. পরিচ্ছেদ ঃ নজদবাসীদের ইহ্রাম বাঁধার স্থান

١٤٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ .

১৪৩৭ 'আলী ও আহমদ (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মীকাতের সীমা নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হলো যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত মাহয়া'আ যার অপর নাম জুহফা এবং নাজদবাসীদের মীকাত হলো কারন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, আমি শুনিনি, তবে লোকেরা বলে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীর মীকাত হলো ইয়ালামলাম।

banglainternet.com

٩٧١ بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ

৯৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

١٤٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا .

১৪৩৮ কুতায়বা (রা)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেন যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম ও নাজদবাসীদের জন্য কারন। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়তকারী সে স্থানের অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান। আর যে মীকাতের ভিতরের অধিবাসী সে নিজ বাড়ি থেকে ইহরাম বাঁধবে। এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

٩٧٢ بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ الْيَمَنِ .

৯৭২. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

١٤٣٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪৩৯ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ্জ ও 'উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এ ছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সফর শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)।

banglainternet.com

٩٧٣ بَابُ ذَاتُ عِرْقٍ لاَهْلِ الْعِرَاقِ

৯৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাতু'ইরক ইরাকবাসীদের মীকাত

١٤٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ اَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّ لِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيْقِنَا وَاِنَّا اِنْ اَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ .

১৪৪০ 'আলী ইবন মুসলিম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ শহর দু'টি (কূফা ও বসরা) বিজিত হলো, তখন সে স্থানের লোকগণ 'উমর (রা)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদবাসীগণের জন্য (মীকাত হিসাবে) সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কারন, কিন্তু তা আমাদের পথ থেকে দূরে। কাজেই আমরা কারন–সীমায় অতিক্রম করতে চাইলে তা হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। 'উমর (রা) বললেন, তা' হলে তোমরা লক্ষ্য কর তোমাদের পথে কারন–এর সম দূরত্ব–রেখা কোন্ স্থানটি? তারপর তিনি যাতু'ইরক মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।

٩٧٤ بَابُ الصَّلٰوةِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ

৯৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফায় সালাত

١٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৪১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার বাতহা নামক উপত্যকায় উট বসিয়ে সালাত আদায় করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইবন 'উমর (রা)-ও তাই করতেন।

٩٧٥ بَابُ خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ

৯৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ (হজ্জের সফরে) "শাজারা"-এর রাস্তা দিয়ে নবী ﷺ-এর গমন

١٤٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّىْ فِىْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِىْ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

banglainternet.com

১৪৪২ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হজ্জের সফরে) শাজারা নামক পথ দিয়ে গমন করতেন এবং মু'আররাস নামক পথ দিয়ে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার দিকে সফর করতেন, মসজিদুশ-শাজারায় সালাত আদায় করতেন ও ফিরার পথে যুল-হুলাইফা'র বাত্‌নুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

٩٧٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

৯৭৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : 'আকীক বরকতময় উপত্যকা

١٤٤٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ .

১৪৪৩ হুমায়দী (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকীক উপত্যকায় অবস্থানকালে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার নিকট এসে বললেন, আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, (আমার এ ইহ্‌রাম) হজ্জের সাথে 'উমরারও।

١٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ .

১৪৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যুল-হুলাইফার ('আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। [রাবী মূসা ইব্‌ন 'উকবা (র) বলেন] সালিম (র) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির সন্ধান চালান, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) উট বসিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের স্থানটি সন্ধান করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

banglainternet.com

٩٧٧ بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

৯৭৭. পরিচ্ছেদ : (ইহ্রামের) কাপড়ে খালূক লেগে থাকলে তিনবার ধোওয়া

١٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ *

১৪৪৫ মুহাম্মদ ... সাফ্ওয়ান ইব্ন ই'য়ালা (র) থেকে বর্ণিত যে, ই'য়ালা (রা) 'উমর (রা)-কে বললেন, নবী ﷺ-এর উপর ওহী অবতরণ মুহূর্তটি আমাকে দেখাবেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ "জি'রানা" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সংগে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে 'উমরার ইহরাম বাঁধলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর তাঁর নিকট ওহী আসল। 'উমর (রা) ই'য়ালা (রা)-কে ইংগিত করায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন একখণ্ড কাপড় দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করা হয়েছিল, ই'য়ালা (রা) মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখতে পেলেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল লাল বর্ণ, তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করছেন। এরপর সে অবস্থা দূর হলো। তিনি বললেন : 'উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন : তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল ও জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা করে থাক 'উমরাতেও তাই কর। (রাবী ইবন জুরাইজ বলেন) আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি কি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাই।

٩٧٨ بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَعْنِي لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا

banglainternet.com

৯৭৮. পরিচ্ছেদ : ইহ্রাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কি প্রকার কাপড় পরে ইহ্রাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি আঁচড়াবে ও তেল লাগাবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি ফুলের ঘ্রাণ

নিতে পারবে। আয়নায় চেহারা দেখতে পারবে এবং তৈল ও ঘি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবে। 'আতা (র) বলেন, আংটি পরতে পারবে, (কোমরে) থলে বাঁধতে পারবে। ইব্‌ন 'উমর (রা) ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় পেটের উপর কাপড় কষে তাওয়াফ করেছেন। জাংগিয়া পরার ব্যাপারে 'আয়িশা (রা)-র আপত্তি ছিল না। [আবূ 'আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন], 'আয়িশা (রা)-র অনুমতির অর্থ হলো, যারা উটের পিঠে এর হাওদা বাঁধে

١٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَدْهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَاتَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৪৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) (ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়) যায়তুন তেল ব্যবহার করতেন। (রাবী মানসূর বলেন) এ বিষয় আমি ইব্‌রাহীম (র)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, তাঁর কথায় তোমার কি দরকার! আমাকে তো আস্‌ওয়াদ (র) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিঁথিতে যে সুগন্ধি তেল চকচক করছিল তা যেন আজও আমি দেখতে পাচ্ছি।

١٤٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

১৪৪৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফের পূর্বে ইহ্‌রাম খোলার সময়ও।

٩٧٩ بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

৯৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধে

١٤٤٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

banglainternet.com

১৪৪৮ আস্‌বাগ (র).... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

٩٨٠ بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৯৮০. পরিচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা

١٤٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

১৪৪৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

٩٨١ بَابُ مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

৯৮১. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না

١٤٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلاَ يَتَرَجَّلُ وَلاَ يَحُكُّ جَسَدَهُ وَيُلْقِي الْقَمْلَ مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ فِي الْأَرْضِ .

১৪৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকারের কাপড় পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখনুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) পরবে। তোমরা জাফরান বা ওয়ারস (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারবে। চুল আঁচড়াবে না, শরীর চুলকাবে না। মাথা ও শরীর থেকে উকুন যমীনে ফেলে দিবে।

٩٨٢ بَابُ الرُّكُوبِ وَالْإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

৯৮২. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা

banglainternet.com

١٤٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ اُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৪৫১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত একই বাহনে নবী ﷺ-এর পিছনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল [ইব্ন 'আব্বাস (রা)]-কে তাঁর পিছনে আরোহণ করান। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, নবী (সা) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

٩٨٢ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَتَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ اَنْ يُبَدِّلَ ثِيَابَهُ

৯৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে। 'আয়িশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুমী রঙে রঞ্জিত কাপড় পরেন এবং তিনি বলেন, নারীগণ ঠোঁট ও মুখমণ্ডল আবৃত করবে না। ওয়ারস ও জাফরান রঙে রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না। জাবির (রা) বলেন, আমি উসফুরী (কুসুমী) রংকে সুগন্ধি মনে করি না। 'আয়িশা (রা) (ইহরাম অবস্থায়) নারীদের জন্য অলঙ্কার পরা এবং কাল ও গোলাপী রং-এর কাপড় ও মোজা পরা দূষণীয় মনে করেন নি। ইবরাহীম (নাখ'য়ী) (র) বলেন, (ইহরাম অবস্থায়) পরনের কাপড় পরিবর্তন করায় কোন দোষ নেই

١٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ اِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ اَنْ تُلْبَسَ اِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَاَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ بُدْنِهِ لاَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِاَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُوْنِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُوْسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَذٰلِكَ

banglainternet.com

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ .

১৪৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তিনি কোন প্রকার চাদর বা লুঙ্গি পরতে নিষেধ করেন নি, তবে শরীরের চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। যুল-হুলাইফা থেকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তালবিয়া পাঠ করেন এবং কুরবানীর উটের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেন, তখন যুলকা'দা মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট ছিল। যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম কা'বাঘরের তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেন। তাঁর কুরবানীর উটের গলায় মালা পরিয়েছেন বলে তিনি ইহরাম খুলেন নি। তারপর মক্কার উঁচু ভূমিতে হাজূন নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করেন, তখন তিনি হজ্জের ইহরামের অবস্থায় ছিলেন। (প্রথমবার) তাওয়াফ করার পর 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে আর কা'বার নিকটবর্তী হন নি। অবশ্য তিনি সাহাবাগণকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী সম্পাদনা করে মাথার চুল ছেটে হালাল হতে নির্দেশ দেন। কেননা যাদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই, এ বিধানটি কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে তার জন্য স্ত্রী-সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও যে কোন ধরনের কাপড় পরা বৈধ।

٩٨٤ بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৮৪. পরিচ্ছেদ : ভোর পর্যন্ত যুল-হুলাইফায় রাত যাপন করা ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয় বর্ণনা করেছেন

١٤٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .

১৪৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় চার রাক'আত ও যুল-হুলাইফায় পৌঁছে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন। এর পর যখন তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করেন এবং তা তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

١٤٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ .

banglainternet.com

১৪৫৪ কুতাইবা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনায় যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলাইফায় পৌছে আসরের সালাত দু' রাক'আত আদায় করেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন।

٩٨٥ بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

৯৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٥٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

১৪৫৫ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত মদীনায় চার রাক'আত আদায় করলেন এবং 'আসরের সালাত যুল-হুলাইফায় দু' রাক'আত আদায় করেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁরা সকলে উচ্চস্বরে হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করছেন।

٩٨٦ بَابُ التَّلْبِيَةِ

৯৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ তালবিয়া-এর শব্দসমূহ

١٤٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

১৪৫৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া নিম্নরূপ ঃ আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।

١٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

banglainternet.com

১৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কিভাবে তালবিয়া

পাঠ করতেন তা আমি ভালরূপে অবগত (তাঁর তালবিয়া ছিল ঃ) আমি হাযির হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির, সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনারই। আবূ মু'আবিয়া (র) আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়া (র)-র অনুসরণ করেছেন। শু'বা (র)... আবূ 'আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

٩٨٧ بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

৯৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়ারীতে আরোহণকালে তাহ্‌মীদ, তাসবীহ্ ও তাকবীর পাঠ করা

١٤٥٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

১৪৫৮ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মদীনায় যুহরের সালাত আদায় করেন চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফায় (পৌছে) 'আসরের সালাত আদায় করলেন দু' রাক'আত। এরপর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত কাটালেন। সকালে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হামদ, তাসবীহ্ ও তাকবীর পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবীগণও উভয়ের তালবিয়া পাঠ করলেন। যখন আমরা (মক্কার উপকণ্ঠে) পৌছলাম তখন তিনি সাহাবীগণকে ('উমরা শেষ করে) হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে তাঁরা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। রাবী বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে কিছুসংখ্যক দাঁড়ানো উট নহর (যবেহ্) করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় সাদা কাল মিশ্রিত রং-এর দু'টি মেষ যবেহ্ করেছিলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, কোন কোন রাবী হাদীসটি আইয়্যুব (র) সূত্রে জনৈক রাবীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

banglainternet.com

٩٨٨ بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

৯৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী আরোহীকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٥٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً .

১৪৫৯ আবূ 'আসিম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

٩٨٩ بَابُ الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ . تَابَعَهُ إِسْمٰعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ فِي الْغَسْلِ

৯৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করা।

আবূ মা'মার (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) যুল-হুলাইফায় ফজরের সালাত শেষ করে সাওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন, প্রস্তুত হলে আরোহণ করতেন। সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কিবলামুখী হয়ে হারাম শরীফের সীমারেখায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। এরপর বিরতি দিয়ে যূ-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং তারপর ফজরের সালাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করে ছিলেন। ইসমা'ঈল (র) আইয়্যুব (রা) থেকে গোসল সম্পর্কে বর্ণনায় 'আবদুল ওয়ারিস (র)-র অনুসরণ করেছেন

١٤٦٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوْجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৬০ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আবূ রবী' (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) মক্কা গমনের ইচ্ছা করলে দেহে সুগন্ধিহীন তেল লাগাতেন। তারপর যুল-হুলাইফা'র মসজিদে পৌঁছে সালাত আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। তাঁকে নিয়ে সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি ইহ্‌রাম বাঁধতেন। এরপর তিনি (ইব্‌ন 'উমর রা) বলতেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

banglainternet.com

٩٩٠ بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

৯৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ اَنَّهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا مُوْسٰى كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي .

১৪৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকটে ছিলাম, লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করে বলল যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তার দু' চোখের মাঝে (কপালে) কা-ফি-র লেখা থাকবে। রাবী বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বললেন, এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। অবশ্য তিনি বলেছেন : আমি যেন দেখছি মূসা ('আ) নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

٩٩١ بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَاَهْلَلْنَا الْهِلَالَ كُلُّهُ مِنَ الظُّهُوْرِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ ، وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ

৯৯১. পরিচ্ছেদ : হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ কিরূপে ইহরাম বাঁধবে? اهل অর্থ কথা বলা استهلنا ও الهلال اهللنا কথা বলা প্রকাশ পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত এবং استهل المطر অর্থ মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়া وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়। এ অর্থ استهلال الصبى (সদ্যজাত শিশুর আওয়াজ) অর্থ থেকে গৃহীত

١٤٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَاْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا .

banglainternet.com

১৪৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়ে 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধি। নবী ﷺ

বললেন ঃ যার সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে সে যেন 'উমরার সাথে হজ্জের ইহ্‌রামও বেঁধে নেয়। তারপর সে 'উমরা ও হজ্জ উভয়টি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারবে না। ['আয়িশা (রা) বলেন] এরপর আমি মক্কায় ঋতুবতী অবস্থায় পৌঁছলাম। কাজেই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী কোনটিই আদায় করতে সমর্থ হলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ মাথার চুল খুলে নাও এবং তা আঁচড়িয়ে নাও এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বহাল রাখ এবং 'উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম, হজ্জ সম্পন্ন করার পর আমাকে নবী ﷺ 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে তান'ঈম-এ প্রেরণ করেন। সেখান থেকে আমি 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধি। নবী ﷺ বলেন ঃ এ তোমার (ছেড়ে দেওয়া) 'উমরার স্থলবর্তী। 'আয়িশা (রা) বলেন, যাঁরা 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যান এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন আর যাঁরা হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা একবার তাওয়াফ করেন।

٩٩٢ بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৯২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর জীবনকালে তাঁর ইহ্‌রামের অনুরূপ যিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত বর্ণনা করেছেন

١٤٦٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.

১৪৬৩ মক্কী ইবন ইবরাহীম (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে ইহ্‌রাম বহাল রাখার আদেশ দিলেন, এর পর জাবির (রা) সুরাকা (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবন বকর (র) ইবন জুরাইজ (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে 'আলী! তুমি কোন প্রকার ইহ্‌রাম বেঁধেছ? 'আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর ইহ্‌রামের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে কুরবানীর পশু প্রেরণ কর এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় যেভাবে আছ সে ভাবেই থাক।

١٤٦٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ

banglainternet.com

১৪৬৪ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল হুযালী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এসে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কী প্রকার ইহ্‌রাম

বেঁধেছ? 'আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার সংগে কুরবানীর পশু না হলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।

١٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لاَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ إِمْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

১৪৬৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ইয়ামানে আমার গোত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন; তিনি (হজ্জ-এর সফরে) বাতহা নামক স্থানে অবস্থানকালে আমি (ফিরে এসে) তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কোন্ প্রকার ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহ্‌রামের অনুরূপ আমি ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার সংগে কুরবানীর পশু আছে কি? আমি বললাম, নেই। তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে আদেশ করলেন। আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করলাম। পরে তিনি আদেশ করলে আমি হালাল হয়ে গেলাম। তারপর আমি আমার গোত্রীয় এক মহিলার নিকট আসলাম। সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল অথবা বলেছেন, আমার মাথা ধুয়ে দিল। এরপর 'উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে এক উপলক্ষে আসলেন। (আমরা তাঁকে বিষয়টি জানালে) তিনি বললেন ঃ কুরআনের নির্দেশ পালন কর। কুরআন তো আমাদেরকে হজ্জ ও 'উমরা পৃথক পৃথকভাবে যথাসময়ে পূর্ণরূপে আদায় করার নির্দেশ দান করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরা হজ্জ ও 'উমরা আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর" (২ ঃ ১৯৬)। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করি, তিনি তো কুরবানীর পশু যবেহ্ করার আগে হালাল হননি।

٩٩٣ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ

banglainternet.com

৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ

মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।" (২ ঃ ১৯৭) এবং (তাঁর বাণী ঃ) "নতুন চাঁদ সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, বলুন, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (২ ঃ ১৮৯) ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, হজ্জ-এর মাসগুলো হল ঃ শাওয়াল, যিলকদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সুন্নাত হল, হজ্জের মাসগুলোতেই যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা হয়। কিরমান ও খুরাসান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বের হওয়া 'উসমান (রা) অপছন্দ করেন

١٤٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ قَالَتْ فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوْا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَاهَنْتَاهُ ، قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ ، قُلْتُ لاَ أُصَلِّيْ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَاكَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَرْزُقَكِيْهَا ، قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِيْ حَجَّتِهِ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهُرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتّٰى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا فَإِنِّيْ أَنْظُرُكُمَا حَتّٰى تَأْتِيَانِيْ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَضِيْرُ مِنْ ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُوْرُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا .

১৪৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ-এর মাসে, হজ্জ-এর দিনগুলোতে, হজ্জ-এর মৌসুমে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে (হজ্জে) বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী (সা) তাঁর সাহাবাগণের কাছে বেরিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু নেই এবং যে এ ইহ্‌রাম 'উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করতে আগ্রহী, সে তা করতে পারবে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে তা পারবে না। 'আয়িশা (রা) বলেন, কয়েকজন সাহাবী 'উমরা করলেন, আর কয়েকজন তা করলেন না। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সাহাবী (দীর্ঘ ইহ্‌রাম

banglainternet.com

রাখতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কুরবানীর পশুও ছিল। তাই তাঁরা (শুধু) 'উমরা করতে (ও পরে হালাল হয়ে যেতে) সক্ষম হলেন না। তিনি আরো বলেন, আমি কাঁদছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ওহে কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি, কিন্তু আমার পক্ষে 'উমরা করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না (আমি ঋতুবতী)। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি আদম-সন্তানের এক মহিলা। সকল নারীর জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তোমার জন্যেও তাই নির্ধারণ করেছেন। কাজেই তুমি হজ্জ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ তোমাকে 'উমরা করার সুযোগও দিতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা হজ্জ-এর জন্য বের হয়ে মিনায় পৌঁছলাম। সে সময় আমি পবিত্র হলাম। পরে মিনা থেকে ফিরে (বায়তুল্লাহ পৌঁছে) তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সর্বশেষ দলে বের হলাম। তিনি মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করেন, আমি তাঁর সাথে অবতরণ করলাম। এখানে এসে নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তোমার বোন ('আয়িশা)-কে নিয়ে হরম সীমারেখা হতে বেরিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা থেকে 'উমরা সমাধা করলে তাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। আমি তোমাদের আগমণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকব। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমরা বের হয়ে গেলাম এবং আমি ও আমার ভাই তাওয়াফ সমাধা করে ফিরে এসে প্রভাত হওয়ার আগেই নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ কাজ সমাধা করেছ কি? আমি বললাম জী-হাঁ। তখন তিনি রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। সকলেই মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, يَضِيْرُ শব্দটি ضَارَ - يَضِيْرُ - ضَيْرًا (ক্ষতিকর) শব্দ হতে উদগত। এমনই ভাবে ضَارَ - يَضُوْرُ - ضَوْرًا ও ضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا একই অর্থ বোঝায়।

٩٩٤ بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

৯৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ তামাত্তু', কিরান ও ইফরাদ হজ্জ করা এবং যার সাথে কুরবানীর পশু নেই তার জন্য হজ্জের ইহ্‌রাম ছেড়ে দেওয়া

١٤٦٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا : قَالَ فَاذْهَبِيْ مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّيْ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِيْ إِلَّا حَابِسَتَهُمْ ، قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ لَا بَأْسَ انْفِرِيْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ

banglainternet.com

وَهُوَ مُتَهَبِّطٌ مِنْهَا .

১৪৬৭ 'উসমান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম এবং একে হজ্জের সফর বলেই আমরা জানতাম। আমরা যখন (মক্কায়) পৌছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম তখন নবী ﷺ নির্দেশ দিলেন ঃ যারা কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে আসেনি তারা যেন ইহ্‌রাম ছেড়ে দেয়। তাই যিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তিনি ইহ্‌রাম ছেড়ে দেন। আর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ তাঁরা ইহ্‌রাম ছেড়ে দিলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়েছিলাম বিধায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারিনি। (ফিরতি পথে) মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনকালে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই 'উমরা ও হজ্জ উভয়টি সমাধা করে ফিরছে আর আমি কেবল হজ্জ করে ফিরছি। তিনি বললেন ঃ আমরা মক্কা পৌছলে তুমি কি সে দিনগুলোতে তওয়াফ করনি? আমি বললাম, জী-না। তিনি বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে তান্'ঈম চলে যাও, সেখান থেকে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে। তারপর অমুক স্থানে তোমার সাথে সাক্ষাত ঘটবে। সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে রাখার কারণ হয়ে যাচ্ছি। নবী ﷺ বললেন ঃ কি বললে! তুমি কি কুরবানীর দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি! আমি বললাম, হাঁ করেছি। তিনি বললেন ঃ তবে কোন অসুবিধা নেই, তুমি চল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর সাথে এমতাবস্থায় আমার সাক্ষাত হলো যখন তিনি মক্কা ছেড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি মক্কার দিকে অবতরণ করছি। অথবা 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি উঠছি ও তিনি অবতরণ করছেন।

١٤٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ .

১৪৬৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জাতুল বিদার বছর আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেবল 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জ ও 'উমরা উভয়টির ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আর কেউ শুধু হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধলেন। যারা কেবল হজ্জ বা এক সংগে হজ্জ ও 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাদের একজনও কুরবানী দিনের পূর্বে ইহ্‌রাম খোলেন নি।

١٤٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاٰى عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ . قَالَ مَا كُنْتُ لِاَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ اَحَدٍ

banglainternet.com

১৪৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান ও 'আলী (রা)-কে (উসফান নামক স্থানে) দেখেছি, 'উসমান (রা) তামাত্তু' ও হজ্জ ও 'উমরা একত্রে আদায় করতে নিষেধ করতেন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম একত্রে বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন- لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (হে আল্লাহ! আমি 'উমরা ও হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে হাযির হলাম) এবং বললেন, কারো কথায় আমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত বর্জন করতে পারব না।

١٤٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا ، وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَاَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْاَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ .

১৪৭০ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জ-এর মাসগুলোতে 'উমরা করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপের কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের স্থলে সফর মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, উটের পিঠের যখম ভাল হলে, রাস্তার মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিক্রান্ত হলে 'উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি 'উমরা করতে পারবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের) চার তারিখ সকালে (মক্কায়) উপনীত হন। তখন তিনি তাঁদের এই ইহরামকে 'উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। তাঁরা এ কাজকে কঠিন মনে করলেন ('উমরা শেষ করে) তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল? তিনি বললেন : সবকিছু হালাল (ইহরামের পূর্বে যা হালাল ছিল তার সব কিছু এখন হালাল)।

١٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُ بِالْحِلِّ .

১৪৭১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে (ইহরাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

١٤٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّيْ لَبَّدْتُ رَاْسِيْ ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلَا اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ .

banglainternet.com

১৪৭২ ইসমা'ঈল ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হল, তারা 'উমরা শেষ করে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি আপনার

'উমরা থেকে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন : আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না।

١٤٧٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي وَاجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي ، قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ .

১৪৭৩ আদম (র)... আবূ জামরা নাসর ইব্‌ন 'ইমরান যুবা'য়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তামাত্তু' হজ্জ করতে ইচ্ছা করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবূল 'উমরা। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নবী ﷺ-এর সুন্নাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শু'বা (র) বলেন, আমি (আবূ জামরাকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্যে।

١٤٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلاَّ هَذَا .

১৪৭৪ আবূ নু'আইম (র)... আবূ শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জে তামাত্তু'র নিয়্যাতে তারবিয়্যা দিবস (আট তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মক্কায় প্রবেশ করলাম, মক্কাবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজ্জের কাজ মক্কা থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য 'আতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন, যখন নবী ﷺ কুরবানীর উট সংগে নিয়ে হজ্জে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ্জ-এর নিয়্যাতে শুধু

banglainternet.com

হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। কিন্তু নবী ﷺ (মক্কায় পৌছে) তাদেরকে বললেন ঃ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাধা করে তোমরা ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছোট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বেঁধে নিবে, আর যে ইহ্‌রাম বেঁধে এসেছ তা তামাত্তু' হজ্জের 'উমরা বানিয়ে নিবে। সাহাবীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরূপে 'উমরার ইহ্‌রাম বানাব? আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছি তাই কর। কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কারণে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহাবীগণ সেরূপ পশু যবেহ করলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আবূ শিহাব (র) থেকে মারফূ' বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়।

١٤٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِي عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا .

১৪৭৫ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসফান নামক স্থানে অবস্থানকালে 'আলী ও 'উসমান (রা)-এর মধ্যে হজ্জে তামাত্তু' করা সম্পর্কে পরস্পরে দ্বিমত সৃষ্টি হয়। 'আলী (রা) 'উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি কি তা থেকে বারণ করতে চান? 'উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বাঁধেন।

٩٩٥ بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

৯৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে

١٤٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً .

১৪৭৬ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে (মক্কায়) উপনীত হলাম। এরপর নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা হজ্জকে 'উমরায় পরিণত করলাম।

banglainternet.com

٩٩٦ بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু'

١٤٧٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

১৪৭৭ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু' করেছি, কুরআনেও তার বিধান নাযিল হয়েছে অথচ এক ব্যক্তি তার ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٩٩٧ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا . فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ ، الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَٰذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ

৯৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তা (হজ্জে তামাত্তু') তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের (হারমের সীমার) মধ্যে বাস করে না (২ ঃ ১৯৬)। আবু কামিল ফুযাইল ইব্‌ন হুসায়ন (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, বিদায় হজ্জের বছর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ, নবী-সহধর্মিণীগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা হজ্জ-এর ইহরামকে 'উমরায় পরিণত কর। তবে যারা

banglainternet.com

কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, তাদের কথা ব্যতিক্রম (তারা ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে পারবে না)। আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করলাম। এরপর স্ত্রী-সহবাস করলাম এবং কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, পশু কুরবানীর স্থানে না পৌছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারে না। এরপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ বিকালে আমাদেরকে হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। যখন আমরা হজ্জ-এর সকল কার্য শেষ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সা'য়ী করে অবসর হলাম, তখন আমাদের হজ্জ পূর্ণ হল এবং আমাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হলো। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ যার পক্ষে সম্ভব সে একটি কুরবানী করবে, আর যার পক্ষে সম্ভব নয় সে হজ্জ চলাকালে তিনটি সাওম পালন করবে এবং ফিরে এসে সাত দিন অর্থাৎ নিজ দেশে ফিরে (২ ঃ ১৯৮) একটি বকরীই দম হিসাবে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। একই বছরে সাহাবীগণ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে আদায় করলেন। আল্লাহ তাঁর কুরআনে এ বিধান নাযিল করেছেন এবং নবী ﷺ এ তরীকা জারী করেছেন আর মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য তা বৈধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ (হজ্জে তামাত্তু') তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের (হরমের সীমায়) মধ্যে বাস করে না। আল্লাহ তাঁর কুরআনে হজ্জের যে মাসগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ঃ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ। যারা এ মাসগুলোতে তামাত্তু' হজ্জ করবে তাদের অবশ্য দম দিতে হবে অথবা সাওম পালন করতে হবে। رَفَثَ অর্থ স্ত্রী সহবাস, فُسُوْقَ অর্থ গুনাহ, جِدَالَ অর্থ বিবাদ

٩٩٨ بَابُ الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ

৯৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করা

١٤٧٨ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا دَخَلَ اَدْنَى الْحَرَمِ اَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৭৮ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) হারামের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। তারপর যী-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর সেখানে ফজরের সালাত আদায় করতেন ও গোসল করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

banglainternet.com

٩٩٩ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَلَيْلاً

৯৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

١٤٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

১৪৭৯ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত যী-তুয়ায় রাত যাপন করেন, তারপর মক্কায় প্রবেশ করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইবন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

١٠٠٠ بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

১০০০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে

١٤٨٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

১৪৮০ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সানিয়্যা 'উলয়া (হরমের উত্তর-পূর্বদিকে কাদা নামক স্থান দিয়ে) মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যা সুফলা (হরমের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কুদা নামক স্থান) দিয়ে বের হতেন।

١٠٠١ بَابُ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

১০০১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে

١٤٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

১৪৮১ মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ বাসরী (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাতহায় অবস্থিত সানিয়্যা 'উলয়ার কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সানিয়্যা সুফলার দিক দিয়ে বের হন।

١٤٨٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

banglainternet.com

১৪৮২ হুমাইদী (র) ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।

١٤٨٣ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًى مِنْ أَعْلٰى مَكَّةَ .

১৪৮৩ মাহমূদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে (মক্কায়) প্রবেশ করেন এবং বের হন কুদা-র পথে যা মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থিত।

١٤٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلٰى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلٰى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًى وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلٰى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৪ আহমদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, (আমার পিতা) 'উরওয়া (র) কাদা ও কুদা উভয় স্থান দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় কুদা দিয়ে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথে অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٤٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلٰى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল ওহ্‌হাব (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উঁচু ভূমি কাদা দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া (র) অধিকাংশ সময় কুদা-র পথে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথের অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٤٨٦ حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى أَقْرَبِهِمَا إِلٰى مَنْزِلِهِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَدَاءٌ وَكُدًى مَوْضِعَانِ .

১৪৮৬ মূসা (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে মক্কায় প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া উভয় পথেই প্রবেশ করতেন, তবে কুদা-র পথে তাঁর বাড়ি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সে পথেই অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাদা ও কুদা দু'টি স্থানের নাম।

banglainternet.com

١٠٠٢ بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ
اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ •

১০০২. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও তার ঘরবাড়ির ফযীলত এবং মহান আল্লাহর বাণী : এবং সেই সময়কে স্মরণ করুন যখন কা'বাঘরকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করুন আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন। তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম! স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত উম্মত করুন। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২ : ১২৫-১২৮)

١٤٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَرِنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ

১৪৮৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সময় নবী ﷺ ও 'আব্বাস (রা) পাথর বহন করছিলেন। 'আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে

banglainternet.com

বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের ওপর দিয়ে নাও। তিনি তা করলে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তখন তিনি বললেন ঃ আমার লুঙ্গি দাও এবং তা বেঁধে নিলেন।

১৪৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ .

১৪৮৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি কি জান না! তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিল তখন ইব্‌রাহীম ('আ) কর্তৃক কা'বাঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সংকুচিত করেছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্য আমি তা করতাম। 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন 'উমর) (রা) বলেন, যদি 'আয়িশা (রা) নিশ্চিতরূপে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় যে, বায়তুল্লাহ হাতীমের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহিমী ভিত্তির উপর নির্মিত না হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ (তওয়াফের সময়) হাতীম সংলগ্ন দু'টি কোণ স্পর্শ করতেন না।

১৪৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِى الْبَيْتِ ، قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاؤُا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْصِقَ بَابَهُ بِالاَرْضِ .

১৪৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, তা'হলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমার কওম তা এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়্যাতের

banglainternet.com

নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তা হলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

١٤٩٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِيْ بَابًا .

১৪৯০ 'উবাইদ ইবন ইসমা'ঈল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্যই কা'বাঘর ভেঙ্গে ইবরাহীম ('আ)-এর ভিত্তির উপর তা পুনঃনির্মাণ করতাম। কেননা কুরায়শগণ এর ভিত্তি সংকুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম। আবূ মু'আবিয়া (র) বলেন, হিশাম (র) বলেছেন ঃ خَلْفًا অর্থ দরজা।

١٤٩١ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا اُخْرِجَ مِنْهُ وَاَلْزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَاَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَاَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَاَسْنِمَةِ الْاِبِلِ قَالَ جَرِيْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ اُرِيْكَهُ الْاٰنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ فَقَالَ هٰهُنَا قَالَ جَرِيْرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ اَذْرُعٍ اَوْنَحْوَهَا .

১৪৯১ বায়ান ইবন 'আমর... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ হে 'আয়িশা! যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত তা হলে আমি কা'বা ঘর সম্পর্কে নির্দেশ দিতাম এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হত। তারপর বাদ দেওয়া অংশটুকু আমি ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তা ভূমি বরাবর করে দিতাম ও পূর্ব-পশ্চিমে এর দু'টি দরজা করে দিতাম। এভাবে কা'বাকে ইবরাহীম ('আ) নির্মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন করতাম। (বর্ণনাকারী বলেন), রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি কা'বাঘর ভাঙ্গতে ('আবদুল্লাহ) ইবন যুবাইর (র)-কে অনুপ্রাণিত করেছে। (রাবী) ইয়াযীদ বলেন, আমি ইবন যুবাইর (রা)-কে দেখেছি তিনি যখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বাদ দেওয়া অংশটুকু (হাতীম) তার সাথে সংযোজিত করেন এবং ইবরাহীম ('আ)-এর নির্মিত ভিত্তির পাথরগুলো উটের কুঁজের ন্যায় আমি দেখতে পেয়েছি। (রাবী) জরীর (র) বলেন, আমি তাকে (ইয়াযীদকে) বললাম, কোথায় সেই ভিত্তিমূলের স্থান? তিনি বললেন, এখনই আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব। আমি তাঁর সাথে বাদ দেওয়া দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলাম। তখন তিনি

banglainternet.com

একটি স্থানের দিকে ইংগিত করে বললেন, এইখানে। জরীর (র) বলেন, দেওয়াল বেষ্টিত স্থানটুকু পরিমাপ করে দেখলাম ছয় হাত বা তার কাছাকাছি।

١٠٠٣ بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ٭

১০০৩. পরিচ্ছেদ ঃ হারামের ফযীলত ও মহান আল্লাহর বাণী ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রব্বের 'ইবাদত করতে। যিনি একে করেছেন সম্মানিত, সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (২৭ ঃ ৯১) এবং তাঁর বাণী ঃ আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব রকম ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (২৬ ঃ ৫৭)

١٤٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا .

১৪৯২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ (মক্কা) শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, এর একটি কাঁটাও কর্তন করা যাবে না, এতে বিচরণকারী শিকারকে তাড়া করা যাবে না, এখানে মু'আরিফ[১] ব্যতীত পড়ে থাকা কোন বস্তু কেউ তুলে নিবে না।

١٠٠٤ بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَاَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوْفًا مَحْبُوْسًا

১০০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির (ও যমীনের) উত্তরাধিকার বানান, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার ও এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী ঃ যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর রাস্তা থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে যা আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি। আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে তাতে পাপ কার্যের, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তির

banglainternet.com

১. মু'আরিফ ঃ পড়ে থাকা বস্তু সংগ্রহ করে মালিকদের নিকট তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে যে ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়।

(২২ : ২৫) ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَلْبَادِيْ অর্থ হলো اَلطَّارِي (আগন্তুক) ও مَعْكُوْفًا অর্থ হলো مَحْبُوْسًا (আবদ্ধ)

١٤٩٣ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَ مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوْا يَتَأَوَّلُوْنَ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَنَصَرُوْا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الْآيَةَ .

১৪৯৩ আসবাগ (র)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোন্ স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি ﷺ বললেন : 'আকীল কি কোনো সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? 'আকীল এবং তালিব আবূ তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জাফর ও 'আলী (রা) হন নি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান। 'আকীল ও তালিব ছিল কাফির। এ জন্যই 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলতেন, মু'মিন কাফির-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। ইব্ন শিহাব (যুহরী) (র) বলেন, (পূর্ববর্তিগণ নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে উক্ত বিলায়াতকে উত্তরাধিকার বলে) এই তাফসীর করতেন। আল্লাহ্ বলেন : যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের ওলী (উত্তরাধিকারী) হবে (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। (৮ : ৭২)।

١٠٠٥ بَابُ نُزُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ نُسِبَتِ الدُّوْرُ إِلٰى عَقِيْلٍ وَتُوَرَّثُ الدُّوْرُ وَتُبَاعُ وَتُشْتَرٰى

১০০৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মক্কায় অবতরণ আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, (মক্কার কোন কোন) ঘরবাড়ি 'আকীলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ঘরবাড়িগুলোর উত্তরাধিকার হওয়া যায় আর তা বেচাকেনা করা যায়

١٤٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ

banglainternet.com

১৪৯৪ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিনা থেকে ফিরে) যখন মক্কা প্রবেশের ইচ্ছা করলেন তখন বললেন : আগামীকাল খায়ফ বনী কেনানায় (মুহাসসাবে)

ইনশাআল্লাহ আমাদের অবস্থানস্থল হবে যেখানে তারা (বনূ খায়ফ ও কুরায়শগণ) কুফরীর উপর শপথ নিয়েছিল।

১৪৯৫ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

১৪৯৫ হুমাইদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিনে মিনায় অবস্থানকালে নবী ﷺ বললেন ঃ আমরা আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফ বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর উপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিনানাই হলো মুহাসসাব। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত নবী ﷺ-কে তাদের হাতে সমর্পণ করবে না সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা বন্ধ থাকবে। সালামা (র) 'উকাইল (র) সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবন যাহ্হাক (র) আওযায়ী (র) সূত্রে ইবন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত এবং তাঁরা উভয়ে [সালামা ও ইয়াহইয়া (র)] বনূ হাশিম ও বনুল মুত্তালিব বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, বনী মুত্তালিব হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١٠٠٦ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

১০০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বললেন, হে আমার রব! এই (মক্কা) নগরীকে আপনি নিরাপদ করুন, আর আমাকে ও আমার সন্তানগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন হে আমার প্রতিপালক! এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে .... যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে... পর্যন্ত। (১৪ ঃ ৩৫-৩৭)

١٠٠٧ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ.... وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

banglainternet.com

১০০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ পবিত্র কা'বাঘর ও পবিত্র মাস আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।... আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৬ ঃ ৯৭)

١٤٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

১৪৯৬ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

١٤٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللّٰهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ .

১৪৯৭ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর এবং মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ 'আশূরার সাওম পালন করতেন। সে দিনই কা'বাঘর (গিলাফে) আবৃত করা হতো। তারপর আল্লাহ যখন রমযানের সাওম ফরয করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'আশূরার সাওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

١٤٩٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللّٰهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ أَبَا سَعِيْدٍ .

১৪৯৮ আহমদ ইবন হাফস (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও 'উমরা পালিত হবে। আবান ও 'ইমরান (র) কাতাদা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজের অনুসরণ করেছেন। 'আবদুর রাহমান (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। প্রথম রিওয়ায়াতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাতাদা (র) রিওয়ায়াতটি 'আবদুল্লাহ (র) থেকে এবং 'আবদুল্লাহ (র) আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে শুনেছেন।

banglainternet.com

١٠٠٨ بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

১০০৮. পরিচ্ছেদ: কা'বা ঘরের গিলাফ পরানো

١٤٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ اِلَى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهُ ، قُلْتُ اِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمَرْاَنِ اَقْتَدِى بِهِمَا .

১৪৯৯ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল ওয়াহ্হাব এবং কাবীসা (র)... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বার সামনে আমি শায়বার সাথে কুরসীতে বসলাম। তখন তিনি বললেন, 'উমর (রা) এখানে বসেই বলেছিলেন, আমি কা'বা ঘরে রক্ষিত সোনা ও রূপা বন্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। (শায়বা বলেন) আমি বললাম, আপনার উভয় সঙ্গী [রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা)] তো এরূপ করেন নি। তিনি বললেন, তাঁরা এমন দু' ব্যক্তিত্ব যাঁদের অনুসরণ আমি করব।

١٠٠٩ بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

১০০৯. পরিচ্ছেদ : কা'বাঘর ধ্বংস করে দেওয়া। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : একটি সেনাদল কা'বা আক্রমণ করবে, কিন্তু তাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে

١٥٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْاَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّي بِهِ اَسْوَدُ اَفْحَجُ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا .

১৫০০ 'আমর ইবন 'আলী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বাঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূল উৎপাটন করে দিচ্ছে।

١٥٠١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

১৫০১ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

١٠١٠ بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

১০১০. পরিচ্ছেদ : হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা

banglainternet.com

١٥٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

১৫০২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

١٠١١ بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

১০১১. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা'বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা সালাত আদায় করা

١٥٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

১৫০৩ কুতাইবা ইব্ন সা'ঈদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং উসামা ইব্ন যায়দ, বিলাল ও 'উসমান ইব্ন তালহা (রা) বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন খুলে দিলেন তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়ামানের দিকের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে।

١٠١٢ بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

১০১২. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করা

١٥٠٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

১৫০৪ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেন, তখন দরজা পিছনে রেখে সোজা সম্মুখের দিকে চলে যেতেন, এতদূর অগ্রসর হতেন যে,

banglainternet.com

সম্মুখের দেয়ালটি মাত্র তিন হাত পরিমাণ দূরে থাকতো এবং বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। অবশ্য কা'বার ভিতরে যে কোন স্থানে সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

١٠١٣ بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيرًا وَلاَ يَدْخُلُ

১০১৩. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বার ভিতরে যে প্রবেশ করেনি।

ইব্‌ন 'উমর (রা) বহুবার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করেননি

١٥٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ.

১৫০৫ মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করতে গিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে ঐ সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কি না-- জনৈক ব্যক্তি আবূ আওফা (রা)-এর নিকট তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, না।

١٠١٤ بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِىْ نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

১০১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা

١٥٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ اَبٰى اَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُخْرِجَتْ فَاَخْرَجُوْا صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِىْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَمَا وَاللّٰهِ قَدْ عَلِمُوْا اَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ .

১৫০৬ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন (মক্কা) এলেন, তখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা কা'বাঘরের ভিতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হল। (এক পর্যায়ে) ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল ('আ)-এর প্রতিকৃতি বের করে আনা হয়-- তাদের উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তীর ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্! (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, [ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল ('আ)] তীর দিয়ে

banglainternet.com

অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনো করেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবীর বলেন। কিন্তু ঘরের ভিতরে সালাত আদায় করেন নি।

١٠١٥ بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

১০১৫. পরিচ্ছেদ ঃ রমলের সূচনা কি ভাবে হয়

١٥٠٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

১৫০৭ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কা আগমণ করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াস্‌রিব-এর (মদীনার) জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (এ কথা শুনে) নবী করীম ﷺ সাহাবাগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করতে (উভয় কাঁধ হেলেদুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবাদের প্রতি দয়াবশত সব কয়টি চক্করে রমল করতে আদেশ করেন নি।

١٠١٦ بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلاَثًا

১০১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন ও স্পর্শ) করা এবং তিন চক্করে রমল করা

١٥٠٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

১৫০৮ আসবাগ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন, স্পর্শ) করতে এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করতে দেখেছি।

١٠١٧ بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১০১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফে) রমল করা

banglainternet.com

١٥٠٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৫০৯ মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হজ্জ এবং 'উমরার তাওয়াফে (প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন, অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চলেছেন। লাইস (র) হাদীস বর্ণনায় সুরাইজ ইবন নু'মান (র)-এর অনুসরণ করে বলেন, কাসীর ইবন ফারকাদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٥١٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ .

১৫১০ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি চুম্বন করলেন। পরে বললেন, আমাদের রমল করার উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা তো রমল করে মুশরিকদেরকে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম। আল্লাহ্ এখন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বললেন, যেহেতু এই (রমল) কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, তাই তা পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না।

١٥١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ .

১৫১১ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু'টি রুকন ইসতিলাম করতে দেখেছি, তখন থেকে ভীড় থাকুক বা নাই থাকুক কোন অবস্থাতেই এ দু'-এর ইসতিলাম করা বাদ দেইনি। [রাবী 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন] আমি নাফি'কে (র) জিজ্ঞাসা করলাম, ইবন 'উমর (রা) কি ঐ দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, সহজে ইস্তিলাম করার উদ্দেশ্যে তিনি (এতদুভয়ের মাঝে) স্বাভাবিকভাবে চলতেন।

banglainternet.com

١٠١٨ بَابُ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

১০১৮. পরিচ্ছেদ : ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা

১৫১২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ

১৫১২ আহমদ ইবন সালিহ ও ইয়াহ্ইয়া ইবন সুলাইমান (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করেন। দারাওয়ার্দী (র) হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করে ইবন আখিয-যুহরী (র) সূত্রে তার চাচা (যুহরী) (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠١٩ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لاَ تُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

১০১৯. পরিচ্ছেদ : যে কেবল দুই ইয়ামানী রুকনকে ইস্তিলাম করে। মুহাম্মদ ইব্ন বকর (র)... আবুশ-শা'সা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কে আছে বায়তুল্লাহর কোন অংশ (কোন রুকনের ইস্তিলাম) ছেড়ে দেয়; মু'আবিয়া (রা) (চার) রুকনের ইস্তিলাম করতেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ইয়ামনী দু'রুকন-এর ইস্তিলাম করি না। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) সব কয়টি রুকন ইস্তিলাম করতেন।

১৫১৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

১৫১৩ আবুল ওলীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে কেবল ইয়ামানী দু' রুকনকে ইস্তিলাম করতে দেখেছি।

١٠٢٠ بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

১০২০. পরিচ্ছেদ : হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

banglainternet.com

১৫১৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

১৫১৪ আহমদ ইবন সিনান (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি। আর তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

١٥١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ بَصْرِيٌّ .

১৫১৫ মুসাদ্দাদ (র)... যুবাইর ইব্ন 'আরাবী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। সে ব্যক্তি বলল, যদি ভীড়ে আটকে যাই বা অপারগ হই তাহলে (চুম্বন করা, না করা সম্পর্কে) আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, আপনার অভিমত কি? এ কথাটি ইয়ামনে রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ফেরেবরী (র) বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র)-এর কিতাবে পেয়েছি তিনি বলেছেন, আবূ 'আবদুল্লাহ যুবাইর ইবন 'আদী (র) তিনি হলেন কূফী আর যুবাইর ইবন 'আরাবী (র) তিনি হলেন বসরী।

١٠٢١ بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

১০২১. পরিচ্ছেদ ঃ হজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে তার দিকে ইশারা করা

١٥١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ .

১৫১৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে (আরোহণ করে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছু দিয়ে তার প্রতি ইশারা করতেন।

١٠٢٢ بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

banglainternet.com

১০২২. পরিচ্ছেদ ঃ হজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা

١٥١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ .

১৫১৭ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছুর দ্বারা তার দিকে ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র) খালিদ হাযযা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় খালিদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১০২৩ بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

১০২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া

১৫১৮ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

১৫১৮ আসবাগ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী) 'উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই তাওয়াফটি 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। (তিনি আরো বলেন) তারপর আবূ বকর ও 'উমর (রা) অনুরূপভাবে হজ্জ করেছেন। এরপর আমার পিতা যুবাইর (রা)-এর সাথে আমি হজ্জ করেছি তাতেও দেখেছি যে, সর্বপ্রথম তিনি তাওয়াফ করেছেন। এরপর মুহাজির, আনসার সকল সাহাবা (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন এবং যুবাইর ও অমুক অমুক ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যখন তাঁরা তাওয়াফ সমাধা করেছেন, হালাল হয়ে গেছেন।

১৫১৯ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

banglainternet.com

১৫১৯ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায়

উপনীত হয়ে হজ্জ বা 'উমরা উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করতেন।

١٥٢٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِي اَرْبَعَةً وَاَنَّهُ كَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫২০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহ পৌঁছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন।

١٠٢٤ بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ اَبَعْدَ الْحِجَابِ اَوْ قَبْلُ قَالَ اِيْ لَعَمْرِيْ لَقَدْ اَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ، قَالَ لَمْ يَكُنْ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَطُوْفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ انْطَلِقِيْ نَسْتَلِمْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ انْطَلِقِيْ عَنْكِ وَاَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلٰكِنَّهُنَّ كُنَّ اِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حِيْنَ يَدْخُلْنَ وَاُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ اٰتِيْ عَائِشَةَ اَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِيْ جَوْفِ ثَبِيْرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذٰلِكَ وَرَاَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا

১০২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] আমাকে 'আম্‌র ইব্‌ন 'আলী (র)...... থেকে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে 'আতা (র) বলেছেন, ইব্‌ন হিশাম (র) যখন মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন 'আতা (র) তাঁকে বললেন, আপনি তাদের কি করে নিষেধ করেছেন, অথচ নবী সহধর্মিণীগণ পুরুষদের সঙ্গে তাওয়াফ করেছেন? [ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন] আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তা কি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে, না পূর্বে? তিনি ['আতা (র)] বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম, আমি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের কথাই বলছি। আমি জানতে চাইলাম পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিলে কিভাবে তাওয়াফ করতেন? তিনি বললেন, পুরুষগণ মহিলাগণের সাথে মিশে তাওয়াফ করতেন না।

banglainternet.com

'আয়িশা (রা) বরং পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাওয়াফ করতেন, তাদের মাঝে মিশে যেতেন না। এক মহিলা 'আয়িশা (রা)-কে বললেন, চলুন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমরা তওয়াফ করে আসি। তিনি বললেন, "তোমার মনে চাইলে তুমি যাও" আর তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রাতের বেলা পর্দা করে বের হয়ে (সম্পূর্ণ না মিশে) পুরুষদের পাশাপাশি থেকে তওয়াফ করতেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে সকল পুরুষ বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন। 'আতা (র) বলেন, 'উবাইদ ইব্‌ন 'উমাইর এবং আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন "সবীর" পর্বতে অবস্থান করছিলেন। [ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন] আমি বললাম, তখন তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? 'আতা (র) বললেন, তখন তিনি পর্দা ঝুলান তুর্কী তাঁবুতে ছিলেন, এ ছাড়া তাঁর ও আমাদের মাঝে অন্য কোন কিছু ছিল না। (অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ায়) আমি তাঁর গায়ে গোলাপী রং-এর চাদর দেখতে পেলাম।

১৫২১ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ فَقَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّىْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ .

১৫২১ ইসমা'ঈল (র)... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ বাহনে আরোহণ করে মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। আমি মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরের পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলেন এবং এতে তিনি وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ এই (সূরাটি) তিলাওয়াত করেছিলেন।

١٠٢٥ بَابُ الْكَلَامِ فِى الطَّوَافِ

১০২৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

১৫২২ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ اِلٰى اِنْسَانٍ بِسَيْرٍ اَوْ بِخَيْطٍ اَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْ بِيَدِهِ .

১৫২২ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে চামড়ার ফিতা বা সূতা অথবা অন্য কিছু দ্বারা আপন হাত অপর এক ব্যক্তির সাথে বেঁধে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ নিজ হাতে তার বাঁধন ছিন্ন করে দিয়ে বললেন ঃ হাত ধরে টেনে নাও।

banglainternet.com

١٠٢٦ بَابٌ: اِذَا رَاٰى سَيْرًا اَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِى الطَّوَافِ قَطَعَهُ

১০২৬. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় রজ্জু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় কোন কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে

١٥٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ .

১৫২৩ আবূ 'আসিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখতে পেলেন এ অবস্থায় যে, চাবুকের ফিতা বা অন্য কিছু দিয়ে (তাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে)। তখন তিনি তা ছিন্ন করে দিলেন।

١٠٢٧ بَابٌ لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

১০২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ্জ করবে না

١٥٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ اَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

১৫২৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, সে হজ্জে কুরবানীর দিন [আবূ বকর (রা)] আমাকে একদল লোকের সঙ্গে পাঠালেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করবে না এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

١٠٢٨ بَابٌ اِذَا وَقَفَ فِى الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَطُوْفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ اَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ اِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ اِلٰى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِىْ وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

১০২৮. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে। 'আতা (র) বলেন, কেউ তাওয়াফ করার সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হলে অথবা কাউকে তার স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া হলে সালামের পর ঐ স্থান থেকে তাওয়াফ আবার শুরু করবে যেখান থেকে তা বন্ধ হয়েছিল। ইব্‌ন 'উমর ও 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে

banglainternet.com

١٠٢٩ بَابُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اِسْمٰعِيلُ بْنُ اُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ اِنَّ عَطَاءً يَقُوْلُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ اَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ اِلاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

১০২৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। নাফি' (র) বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) প্রতি সাত চক্কর শেষে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। ইসমা'ঈল ইব্‌ন উমাইয়া (র) বলেন, আমি যুহ্‌রীকে বললাম, 'আতা (র) বলেন, তাওয়াফের দু' রাক'আতের ক্ষেত্রে ফরয সালাত আদায় করে নিলে তা যথেষ্ট হবে। তখন যুহরী (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অবলম্বন করাই উত্তম, যতবার নবী করীম ﷺ (তাওয়াফের) সাত চক্কর পূর্ণ করেছেন, ততবার তার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন

١٥٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلٰى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتّٰى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫২৫ কুতায়বা (র)... 'আম্‌র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উমরাকারীর জন্য সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন, তারপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন। এরপর ইব্‌ন 'উমর (রা) তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (রাবী) 'আম্‌র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়।

١٠٣٠ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتّٰى يَخْرُجَ اِلٰى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْاَوَّلِ

১০৩০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর 'আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া (তাওয়াফ না করা)

banglainternet.com

١٥٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتّٰى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ ٠

১৫২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে তাওয়াফ করে, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন, এরপর (প্রথম) তাওয়াফের পরে 'আরাফা থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হন নি (তাওয়াফ করেন নি)।

١٠٣١ بَابُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلّٰى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

১০৩১. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মাসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা 'উমর [ইব্‌ন খাত্তাব (রা)] দু' রাক'আত সালাত হারাম সীমানার বাইরে আদায় করেছেন

১৫২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيٰى ابْنُ زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ فَطُوفِي عَلٰى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَتْ ٠

১৫২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালাম, অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব (র)... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে প্রস্থান করার ইচ্ছা করলে উম্মু সালামা (রা)-ও মক্কা ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, অথচ তিনি (অসুস্থতার কারণে) তখনও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারেন নি। (রাসূলুল্লাহ) ﷺ তখন তাঁকে বললেন ঃ যখন ফজরের সালাতের ইকামত দেওয়া হবে আর লোকেরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার উটে আরোহণ করে তুমি তাওয়াফ আদায় করে নিবে। তিনি তাই করলেন। এরপর (তাওয়াফের) সালাত আদায় করার পূর্বেই মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

١٠٣٢ بَابُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

১০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে আদায় করা

১৫২৮ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٠

banglainternet.com

১৫২৮ আদম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সাফার দিকে বেরিয়ে গেলেন। [ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন] মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

١٠٢٢ بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتّٰى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

১০৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফজর ও 'আসর-এর (সালাতের) পর তাওয়াফ করা। ইব্‌ন 'উমর (রা) সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত আদায় করে দিতেন। (একবার) 'উমর (রা) ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করে বাহনে আরোহণ করেন এবং তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত যু-তুওয়া (নামক স্থানে) পৌঁছে আদায় করেন

١٥٢٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نَاسًا طَافُوْا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوْا اِلَى الْمُذَكِّرِ حَتّٰى اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَعَدُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ ۔

১৫২৯ হাসান ইব্‌ন 'উমর বাসরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ফজরের সালাতের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল। তারপর তারা নসীহতকারীর (নসীহত শোনার জন্য) বসে গেল। অবশেষে সূর্যোদয় হলে তারা দাঁড়িয়ে (তাওয়াফের) সালাত আদায় করল। তখন 'আয়িশা (রা) বললেন, তারা বসে রইল আর যে সময়টিতে সালাত আদায় করা মাকরূহ তখন তারা সালাতে দাঁড়িয়ে গেল!

١٥٣٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا ۔

১৫৩০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন 'উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٥٣١ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَطُوْفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَرَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا اِلَّا صَلَّاهُمَا ۔

১৫৩১ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন রুফায়'ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

banglainternet.com

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করতে এবং দু'রাক'আত (তাওয়াফের) সালাত আদায় করতে দেখেছি। 'আবদুল 'আযীয (র) আরও বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে 'আসরের সালাতের পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন 'আয়িশা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ ('আসরের সালাতের পরের) এই দু'রাক'আত সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٠٢٤ بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

১০৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা

١٥٣٢ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْئٍ فِيْ يَدِهٖ وَكَبَّرَ .

১৫৩২ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখন তাঁর হাতের বস্তু (লাঠি) দিয়ে তার দিকে ইশারা করতেন ও তাকবীর বলতেন।

١٥٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ .

১৫৩৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ তুমি সাওয়ার হয়ে লোকদের পিছন দিক দিয়ে তাওয়াফ করে নাও। তাই আমি তাওয়াফ করছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন ও সূরা وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

١٠٢٥ بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

১০৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাজীদের পানি পান করানো

١٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهٖ فَاَذِنَ لَهٗ .

banglainternet.com

১৫৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র).... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

١٥٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَافَضْلُ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اَسْقِنِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اسْقِنِيْ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اعْمَلُوْا فَاِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى اَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهٖ يَعْنِيْ عَاتِقَهُ وَاَشَارَ اِلٰى عَاتِقِهٖ ٠

১৫৩৫ ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন, 'আব্বাস (রা) বললেন, হে ফায্‌ল! তোমার মার নিকট যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার নিকট থেকে পানীয় নিয়ে এস। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এখান থেকেই পান করান। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা এই পানিতে হাত রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এখান থেকেই দিন এবং এই পানি থেকেই পান করলেন। এরপর যমযম কূপের নিকট এলেন। লোকেরা পানি তুলে (হাজীদের) পান করাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কাজ করে যাও। তোমরা নেক কাজে রত আছ। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজেই নেমে (বালতির) রজ্জু এখানে নিতাম; এ বলে তিনি আপন কাঁধের প্রতি ইশারা করেন।

١٠٣٦ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَمْزَمَ ٠ وَقَالَ عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ

১০৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যমযম প্রসঙ্গ। 'আবদান (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি মক্কায় অবস্থানকালে ঘরের ছাদ ফাঁক করা হল এবং জিব্রাইল ('আ) অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধুলেন এরপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে এলেন এবং তা আমার বুকে ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গেলেন এবং জিবরাঈল ('আ) এই আসমানের

banglainternet.com

তত্ত্বাবধানকারী ফিরিশ্‌তাকে বললেন, (দরজা) খোল। তিনি বললেন কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল

১৫২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيْرٍ.

১৫৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। (রাবী') 'আসিম বলেন, 'ইকরিমা (রা) হলফ করে বলেছেন, নবী করীম ﷺ তখন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায়ই ছিলেন।

١٠٢٧ بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

১০৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ

১৫২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِيْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا .

১৫৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম এবং 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার সাথে হাদী-এর জানোয়ার আছে সে যেন হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়। তারপর উভয় কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সে হালাল হবে না। আমি মক্কায় উপনীত হয়ে ঋতুবতী হলাম। যখন আমরা হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন নবী করীম ﷺ 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে আমাকে তান'ঈম প্রেরণ করলেন। এরপর আমি 'উমরা পালন করলাম। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এ হলো তোমার পূর্ববর্তী (অসমাপ্ত) 'উমরার স্থলবর্তী। ঐ হজ্জের সময় যাঁরা (কেবল) 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, তাঁরা তাওয়াফ করে হালাল হয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন। আর যাঁরা একসাথে 'উমরা ও হজ্জের নিয়ত করেছিলেন, তাঁরা একবার তাওয়াফ করলেন।

১৫২৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّيْ لاَ آمَنُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوْكَ عَنْ

banglainternet.com

الْبَيْتِ فَلَوْ اَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَاِنْ يُّحَلْ بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِى حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ۔

১৫৩৮ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ-এর নিকট গেলেন, যখন তাঁর (হজ্জ যাত্রার) বাহন প্রস্তুত, তখন তাঁর ছেলে বললেন, আমার আশঙ্কা হয়– এ বছর মানুষের মধ্যে লড়াই হবে, তারা আপনাকে কা'বায় যেতে বাধা দিবে। কাজেই এবার নিবৃত্ত হওয়াটাই উত্তম। তখন ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রওনা হয়েছিলেন, কুরায়শ কাফিররা তাঁকে বায়তুল্লাহয় যেতে বাধা দিয়েছিল। আমাকেও যদি বায়তুল্লাহয় বাধা দেওয়া হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন, আমিও তাই করব। কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সাথে হজ্জ-এর সংকল্প করছি। (রাবী) নাফি' (র) বলেন, তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে উভয়টির জন্য মাত্র একটি তাওয়াফ করলেন।

১৫৩৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلَّا وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِى وَاَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ۔

১৫৩৯ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসেন, ঐ বছর ইব্‌ন 'উমর (রা) হজ্জের এরাদা করেন। তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবদমান দু' দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। কাজেই এমন কিছু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি 'উমরার সংকল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌঁছার পর তিনি বললেন, হজ্জ ও 'উমরার বিধান একই, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়্যাত করলাম এবং তিনি কুদায়দ থেকে ক্রয় করা একটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেন নি। এরপর তিনি

banglainternet.com

কুরবানী করেন নি এবং ইহরামও ত্যাগ করেন নি এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা কোনটাই করেন নি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডালেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন।

١٠٣٨ بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

১০৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূসহ তাওয়াফ করা

١٥٦٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ فِي أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

১৫৬০ আহমদ ইব্ন 'ঈসা (র)... মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রাহমান ইব্ন নাওফাল কুরাশী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র)-কে নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ-এর বিষয়টি 'আয়িশা (রা) আমাকে এইরূপে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। পরে আবূ বকর (রা) হজ্জ করেছেন, তিনিও হজ্জের প্রথম কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর 'উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন। এরপর 'উসমান (রা) হজ্জ করেন। আমি তাঁকেও (হজ্জের কাজ) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মু'আবিয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) (অনুরূপ করেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইব্ন 'আওয়াম (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ করলাম। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ থেকেই শুরু করেন, আর তাঁর এ তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রা)-কে আমি এরূপ করতে দেখেছি। তাদের সে তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। সবশেষে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-কেও অনুরূপ

banglainternet.com

করতে দেখেছি। তিনিও সে তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ হিসাবে করেন নি। ইবন 'উমর (রা) তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাধা করার পূর্বে অন্য কোন কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহ্রাম ভঙ্গ করতেন না। আমার মা (আসমা) ও খালা ('আয়িশা) (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সমাধা করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহ্রাম ভঙ্গ করেন নি। আমার মা আমাকে বলেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন ['আয়িশা (রা)] ও (আমার পিতা) যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরার নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধেন। এরপর তাওয়াফ (ও সা'য়ী) শেষে হালাল হয়ে যান।

١٠٣٩ بَابُ وُجُوْبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

১০৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে

١٥٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لَا يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِيْ اِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا اُنْزِلَتْ فِي الْاَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ اَنْيُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ النَّاسَ اِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَسْمَعُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَطُوْفُوْا بِهِمَا فِي الْاِسْلَامِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

banglainternet.com

১৫৪৯ আবুল ইয়ামান (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (অনুবাদ) সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বাঘরে হজ্জ বা 'উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মাঝে যাতায়াত করলে তার কোন দোষ নেই। (২ : ১৫৮) (আমার ধারণা যে,) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সা'য়ী না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন তিনি ['আয়িশা (রা)] বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তাই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দবিন্যাস এভাবে হতো لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا – দুটোর মাঝে সা'য়ী না করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়া সা'য়ী করাকে দোষ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করাকে দূষণীয় মনে করতাম (এখন কি করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ অবতীর্ণ করেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'য়ী পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলেন) এ বছর আবূ বকর ইব্ন 'আবদুর রাহমান (রা)-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো এ কথা শুনিনি, তবে 'আয়িশা (রা) ব্যতীত বহু 'আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সকলেই সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেন নি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের দোষ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الْآيَةَ আবূ বকর (রা) আরো বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি, আয়াতটি দু' প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা হতে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সা'য়ী করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি? অবশেষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার কথা উল্লেখ করেন।

١٠٤٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ

banglainternet.com

১০৪০. পরিচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, বনূ 'আব্বাদ-এর বসতি হতে বনূ আবূ হুসাইন-এর গলি পর্যন্ত সা'য়ী করবে

١٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ .

১৫৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবাইদ (ইব্‌ন মায়মূন) (র)... ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফ-ই-কুদূমের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন ও পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ীর সময় বাতনে মসীলে[১] দ্রুত চলতেন। আমি ('উবাইদুল্লাহ) নাফি'কে বললাম, 'আবদুল্লাহ (রা) কি রুকন ইয়ামানীতে পৌঁছে হেঁটে চলতেন? তিনি বললেন, না। তবে হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে (একটুখানি মন্থর গতিতে চলতেন), কারণ তিনি তা চুম্বন না করে সরে যেতেন না।

١٥٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫৪৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি 'উমরা করতে গিয়ে শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, আর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী না করে, তার পক্ষে কি স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে? তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ (মক্কায়) উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্করে সমাধা করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এরপরে সাত চক্করে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। [এতটুকু বলে ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন] তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করার পূর্বে কারো পক্ষে স্ত্রী সহবাস মোটেই বৈধ হবে না।

١٥٤٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلاَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

banglainternet.com

১. বাত্বনে মসীল ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে ঐ স্থান, যেখানে সে সময়ে পানি জমা হত। বর্তমানে তা দু'টি সবুজ স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৫৪৪ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। এরপর তিনি (ইব্‌ন 'উমর) তিলাওয়াত করলেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

١٥٤٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ·

১৫৪৫ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই হজ্জ বা 'উমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'য়ী করায় কোন দোষ নেই। (২ : ১৫৮)

١٥٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ·

১৫৪৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'য়ীতে দ্রুত চলে ছিলেন।

١٠٤١ بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১০৪১. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা এবং বিনা উযূতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা

١٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ افْعَلِيْ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ

banglainternet.com

১৫৪৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় আসার পর

ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে পারিনি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও।

١٥٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ص وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ. فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৫৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও খলীফা (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধেন, তাঁদের মাঝে কেবল নবী করীম ﷺ ও তালহা (রা) ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি ['আলী (রা)] বললেন, নবী করীম (সা) যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি। নবী করীম ﷺ সাহাবীগণের মধ্যে যাদের নিকট কুরবানীর পশু ছিল না, তাদের ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাওয়াফ করে, চুল ছেটে অথবা মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যায়। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, (যদি হালাল হয়ে যাই তা হলে) স্ত্রীর সাথে মিলনের পরপরই আমাদের পক্ষে মিনায় যাওয়াটা কেমন হবে! তা অবগত হয়ে নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আমি পরে যা জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে অবশ্যই ইহরাম ভঙ্গ করতাম। (হজ্জ-এর সফরে) 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ-এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন, (ফিরার পথে) 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই হজ্জ ও 'উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরছে, আর আমি কেবল হজ্জ আদায় করে ফিরছি, তখন নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, যেন 'আয়িশা (রা)-কে নিয়ে তান'ঈমে চলে যান, (যেখানে যেয়ে 'উমরার ইহরাম বাঁধবেন) 'আয়িশা (রা) হজ্জের পর 'উমরা আদায় করে নিলেন।

banglainternet.com

١٥٤٩ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ اِمْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِيْ خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ اَنَّ اُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِيْ مَعَهُ فِيْ سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَاَلَتْ اُخْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلٰى اِحْدَانَا بَأْسٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَتَخْرُجَ ، قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاَلْتُهَا اَوْقَالَتْ سَاَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَتَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا اِلاَّ قَالَتْ بِيَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِيَبَا فَقَالَتْ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِالْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى، فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ اَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

১৫৪৬ মু'আম্মাল ইব্ন হিশাম (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের যুবতীদেরকে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খালীফা-এর দুর্গে এলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর বোন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর সহধর্মিণী ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, (সেগুলোর মধ্যে) ছয়টি যুদ্ধে আমার বোনও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বোন বলেন, আমরা আহত যোদ্ধা ও অসুস্থ সৈনিকদের সেবা করতাম। আমার বোন নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মধ্যে যার (শরীর উত্তমরূপে আবৃত করার মত) চাদর নেই, সে বের না হলে অন্যায় হবে কি? নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের একজন অপরজনকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাদরটি দিয়ে দেওয়া উচিত এবং কল্যাণমূলক কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় বের হওয়া উচিত। উম্মু 'আতিয়্যা (রা) আসলে এ বিষয়ে তাঁর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা بِيَبَا (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার পিতা উৎসর্গ হউন) ব্যতীত কখনও উচ্চারণ করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই। আমার পিতা উৎসর্গ হউন। তিনি বললেন ঃ যুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও বের হওয়া উচিত। অথবা বললেন ঃ পর্দানশীন যুবতী ও ঋতুবতীদেরও বের হওয়া উচিত। তারা কল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় যথাস্থানে উপস্থিত হবে। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থানে উপস্থিত হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী মহিলাও কি? তিনি বললেন ঃ (কেন উপস্থিত হবে না?) তারা কি 'আরাফার ময়দানে এবং অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

١٠٤٢ بَابُ الْاِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مِنًى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ اَيُلَبِّيْ بِالْحَجِّ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُلَبِّيْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَحْلَلْنَا حَتّٰى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ

banglainternet.com

لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

১০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কার অধিবাসী এবং হজ্জ (তামাত্তু') আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এ ছাড়া অন্যান্য স্থান অর্থাৎ মক্কার সমস্ত ভূমি, যখন তারা মিনার দিকে রওয়ানা করবে মক্কায় অবস্থানকারী কি হজ্জের (ইহরামের জন্য) তালবিয়া পাঠ করবে? 'আতা (র)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) তারবিয়ার দিন (যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে) যুহরের সালাত শেষে সওয়ারীতে আরোহণ করে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করতেন। 'আবদুল মালিক (র), 'আতা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে মক্কায় এসে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত বিনা ইহরামে অবস্থান করি এবং মক্কা নগরীকে পিছনে রেখে যাওয়ার সময় আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছিলাম। আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা বাতহায় ইহরাম বাঁধি। 'উবাইদ ইব্‌ন জুরাইজ (র) ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বললেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেই লোকেরা ইহরাম বাঁধতেন, কিন্তু আপনাকে দেখেছি মক্কায় অবস্থান করেও যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন নি! তিনি বললেন, নবী ﷺ-কে নিয়ে যতক্ষণ না সওয়ারী উঠে দাঁড়াতো ততক্ষণ তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে দেখিনি

١٠٤٣ بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

১০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের সালাত আদায় করবে?

١٥٥٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

১৫৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন রুফাইয়' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন। বলুন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ যুহর ও 'আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, মিনা থেকে ফিরার দিন 'আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মুহাস্‌সাবে। এরপর আনাস (রা) বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেরূপ করবে, তোমরাও অনুরূপ কর।

banglainternet.com

١٥٥١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَقِيتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ قَالَ انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ .

১৫৫১ 'আলী ও ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবান (র)... 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ মিনার দিকে বের হলাম, তখন আনাস (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করি, তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দিনে নবী ﷺ কোথায় যুহরের সালাত আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি লক্ষ্য রাখবে যেখানে তোমার আমীরগণ সালাত আদায় করবে, তুমিও সেখানেই সালাত আদায় করবে।

١٠٤٤ بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

১০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত আদায় করা

١٥٥٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ .

১৫৫২ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন এবং আবূ বকর, 'উমর (রা)-ও। আর 'উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগেও দু' রাক'আত আদায় করেছেন।

١٥٥٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৩ আদম (র)... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খুযা'য় (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে মিনাতে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশী ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

١٥٥٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১৫৫৪ কাবীসা ইব্‌ন 'উকবা (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মিনায়) নবী ﷺ-এর সাথে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আবূ বাকর-এর সাথে দু' রাক'আত এবং 'উমর-এর সাথেও দু' রাক'আত আদায় করেছি। এরপর তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে [অর্থাৎ 'উসমান (রা)-এর সময় থেকে চার রাক'আত সালাত আদায় করা শুরু হয়েছে] হায়! যদি চার রাক'আতের পরিবর্তে মকবূল দু' রাক'আতই আমার ভাগ্যে জুটত!

banglainternet.com

١٠٤٥ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১০৪৫. পরিচ্ছেদ : 'আরাফার দিনে সাওম

১৫৫৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৫৫ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... উম্মু ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সাওমের ব্যাপারে লোকজন সন্দেহ করতে লাগলেন। তাই আমি নবী ﷺ-এর নিকট শরবত পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পান করলেন।

١٠٤٦ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

১০৪৬. পরিচ্ছেদ : সকালে মিনা থেকে 'আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা

১৫৫৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ الشَّامِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

১৫৫৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে সকাল বেলায় মিনা থেকে 'আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে থেকে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়া পড়তে চাইত তারা পড়ত, তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং যারা তাকবীর পড়তে চাইত তারা তাকবীর পড়ত, এতেও বাধা দেয়া হতো না।

١٠٤٧ بَابُ التَّهْجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

১০৪৭. পরিচ্ছেদ : 'আরাফার দিনে দুপুরে (উকূফের স্থানে) যাওয়া

১৫৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ الشَّامِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ قَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِيْ حَتّٰى أُفِيْضَ عَلٰى رَأْسِيْ ثُمَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ حَتّٰى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ

banglainternet.com

اللهِ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ صَدَقَ .

১৫৫৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলীফা) 'আবদুল মালিক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইব্‌ন 'উমরের বিরোধিতা করবে না। 'আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইব্‌ন 'উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইব্‌ন 'উমরের) সাথেই ছিলাম, হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার, হে আবূ 'আবদুর রাহমান? ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তা হলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তেই? তিনি বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বললেন, সামান্য অবকাশ দিন, মাথায় পানি ঢেলে বের হয়ে আসি। তখন তিনি তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর হাজ্জাজ চলতে লাগলেন, আমি ও আমার পিতার মাঝে তিনি চললেন, আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তা হলে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকূফে জলদি করবেন। হাজ্জাজ 'আবদুল্লাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। 'আবদুল্লাহ (রা) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে।

١٠٤٨ بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

১০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় সওয়ারীর উপর ওকূফ করা

١٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُنَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ .

১৫৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... উম্মু ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে 'আরাফার দিনে নবী করীম ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে মতভেদ করছিলেন। কেউ বলছিলেন তিনি সায়িম আবার কেউ বলছিলেন তিনি সায়িম নন। তারপর আমি তাঁর কাছে এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম, তিনি তখন উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তা পান করে নিলেন।

١٠٤٩ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذٰلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

banglainternet.com

১০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় দু'সালাত একসাথে আদায় করা

ইব্ন 'উমর (রা) ইমামের সাথে সালাত আদায় করতে না পারলে উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। লায়স (র)... সালিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে বছর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সে বছর তিনি 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরাফার দিনে ওকূফের সময় আমরা কিরূপে কাজ করব? সালিম (র) বললেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে 'আরাফার দিনে দুপুরে সালাত আদায় করবেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, সালিম ঠিক বলেছে। সুন্নাত মুতাবিক সাহাবীগণ যুহর ও 'আসর এক সাথেই আদায় করতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে?

١٠٥٠ بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

১০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফার খুত্বা সংক্ষিপ্ত করা

١٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ يَأْتَمَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتْ اَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ اٰلاٰنَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَنْظِرْنِي اُفِضْ عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ اَبِي فَقُلْتُ لَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, (খলীফা) 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-কে অনুসরণ করেন। যখন 'আরাফার দিন হল, তখন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইব্ন 'উমর (র) আসলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর তাঁবুর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাকলেন, ও কোথায়? হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলেন। ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, চল। হাজ্জাজ বললেন, এখনই? তিনি বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি গায়ে একটু পানি ঢেলে নিই। তখন ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আমার ও আমার পিতার মাঝে থেকে চলতে লাগলেন। আমি বললাম, আজ আপনি যদি সঠিকভাবে সুন্নাত মুতাবিক কাজ করতে চান তাহলে খুত্বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকূফে জলদি করবেন। ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, সে (সালিম) ঠিকই বলেছে।

banglainternet.com

١٠٥١ بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يُزَادُ فِي هٰذَا الْبَابِ هَمْ هٰذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَلٰكِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيْ غَيْرِ مُعَادٍ

১০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ওকূফের স্থানে জলদি যাওয়া। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালিক (র) কর্তৃক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও বাড়ানো যায়। কিন্তু আমি চাই যে, কিতাবে কোন হাদীস পুনরাবৃত্তি না হোক।

١٠٥٢ بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

১০৫২. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় ওকূফ করা

[১৫৬০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِيْ فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا .

[১৫৬০] 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ ও মুসাদ্দাদ (র)... জুবাইর ইবন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে 'আরাফার দিনে তা তালাশ করতে লাগলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে 'আরাফায় ওকূফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি তো কুরায়শ বংশীয়। এখানে তিনি কি করছেন?

[১৫৬১] حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ .

[১৫৬১] ফারওয়া ইবন আবূ মাগরা (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস হলো কুরায়শ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সাওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে

banglainternet.com

কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। রাবী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হুমস সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (এরপর যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে) রাবী বলেন, তারা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের 'আরাফা পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

١٠٥٣ بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

১০৫৩. পরিচ্ছেদ : 'আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি

١٥٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ.

১৫৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে বসা ছিলাম, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আরাফা থেকে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কি ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতগতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চাইতেও দ্রুতগতিতে চলতেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, عَنَقٌ থেকেও দ্রুতগতির ভ্রমণকে نَصٌّ বলা হয়। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, فَجْوَةٌ অর্থ مُتَّسَعٌ খোলা পথ, এর বহুবচন হল فَجَوَاتٌ ও فِجَاءٌ - رَكْوَةٌ ও رِكَاءٌ শব্দদ্বয়ও অনুরূপ। (কুরআনে বর্ণিত) وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ-এর অর্থ হল, পরিত্রাণের কোন উপায়-অবকাশ নেই।

١٠٥٤ بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

১০৫৪. পরিচ্ছেদ : 'আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ

١٥٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

banglainternet.com

১৫৬৩ মুসাদ্দাদ (র)... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে উযূ

করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন : সালাত তোমার আরো সামনে।

١٥٦٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي حَتّٰى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ .

১৫৬৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার সালাত এক সাথে আদায় করতেন। এ ছাড়া তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতেন যে দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়েছিলেন। আর সেখানে প্রবেশ করে তিনি ইসতিনজা করতেন এবং উযূ করতেন কিন্তু সালাত আদায় করতেন না। অবশেষে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে সালাত আদায় করতেন।

١٥٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْبَ الْاَيْسَرَ الَّذِي دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ اَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصَّلَاةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ فَاَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتّٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১৫৬৫ কুতাইবা (র)... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আরাফা থেকে সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটটি বসালেন। এরপর পেশাব করে আসলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হাল্কাভাবে উযূ করে নিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত? তিনি বললেন : সালাত তোমার আরো সামনে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফা আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। মুযদালিফার ভোরে ফযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ফযল (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

banglainternet.com

١٠٥٥ بَابُ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْاِفَاضَةِ وَاِشَارَتِهِ اِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

১০৫৫. পরিচ্ছেদ : ('আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় নবী ﷺ ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং

তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন

١٥٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا ضَرْبًا لِلْاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ اَوْضَعُوْا اَسْرَعُوْا خِلَالَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا .

১৫৬৬ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে খুব হাঁকডাক ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, উট দ্রুত হাঁকানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। [হাদীসে উল্লেখিত اِيْضَاعٌ-এর প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) কুরআনে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দের মর্মার্থ দেন] (কুরআনে উদ্ধৃত) اَوْضَعُوْا -তারা দ্রুত চলত। خِلَالَكُمْ -তোমাদের ফাঁকে ঢুকে, فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا-উভয়টির মধ্যে প্রবাহিত করেছি।

١٠٥٦ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

১০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা

١٥٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ اَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّاَ فَاَسْبَغَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৬৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফা থেকে ফেরার সময় গিরিপথে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং উযূ করলেন। তবে পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন না। আমি তাঁকে বললাম, সালাত? তিনি বললেন ঃ সালাত তো তোমার সামনে। তারপর তিনি মুযদালিফায় এসে উযূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন। তারপর সালাতের ইকামাত হলে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ উট দাঁড় করিয়ে রাখার পর সালাতের ইকামাত দেওয়া হলো। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন। 'ইশা ও মাগরিবের মধ্যে তিনি আর কোন সালাত পড়েননি।

banglainternet.com

١٠٥٧ بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

১০৫৭. পরিচ্ছেদ : দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা এবং এ দুয়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করা

١٥٦٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

১৫৬৮ আদম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ইকামাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল সালাত আদায় করেননি।

١٥٦٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

১৫৬৯ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)... আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফায় মাগরিব এবং 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

١٠٥٨ بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

১০৫৮. পরিচ্ছেদ : মাগরিব এবং 'ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া

١٥٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

banglainternet.com

১৫৭০ 'আমর ইব্‌ন খালিদ (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আবদুল্লাহ (রা) হজ্জ আদায় করলেন। তখন 'ইশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফা পৌছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান দিল এবং ইকামাত বলল। তিনি মাগরিব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তারপর তিনি একজনকে আদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, লোকটি আযান দিল এবং ইকামাত বলল। 'আমর (র) বলেন, আমার বিশ্বাস এ সন্দেহ যুহাইর (র) থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু' রাক'আত 'ইশার সালাত আদায় করলেন। ফজর হওয়ামাত্রই তিনি বললেন ঃ এ সময়, এ দিনে, এ স্থানে, এ সালাত ব্যতীত নবী করীম ﷺ আর কোন সালাত আদায় করেননি। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ দু'টি সালাত তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌছার পর মাগরিব আদায় করেন এবং ফজরের সময় হওয়ামাত্র ফজরের সালাত আদায় করেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে এইরূপ করতে দেখেছি।

١٠٥٩ بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

১০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকূফ করে ও দু'আ করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর আগে পাঠাবে

١٥٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১৫৭১ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মাশ'আরে হারামের নিকট ওকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকর করতেন। তারপর ইমাম (মুযদালিফায়) ওকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের থেকে কেউ মিনাতে আগমণ করতেন ফজরের সালাতের সময় আর কেউ এরপরে আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কংকর মারতেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এ ব্যাপারে কড়াকড়ি শিথিল করে সহজ করে দিয়েছেন।

١٥٧٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

banglainternet.com

১৫৭২ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

আমাকে রাতে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছেন।

١٥٧٣ حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله .

১৫৭৩ 'আলী (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যে সব লোককে এখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন।

١٥٧٤ حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله ﷺ أذن للظعن .

১৫৭৪ মুসাদ্দাদ (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ সালাত আদায় করেন। তারপর বলেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা হলাম এবং চললাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম, হে! আমার মনে হয়, আমরা বেশী অন্ধকার থাকতেই আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

١٥٧٥ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي ﷺ ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها .

১৫৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাওদা (রা) মুযদালিফার রাতে (মিনা যাওয়ার জন্য) নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। সাওদা (রা) ছিলেন ভারী ও ধীরগতি মহিলা।

١٥٧٦ حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي ﷺ سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به .

banglainternet.com

১৫৭৬ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভীড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সাওদা (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সাওদার মত আমিও যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য যে কোন খুশির কারণ থেকে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।

١٠٦٠ بَابُ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

১০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় ফজরের সালাত কোন্ সময় আদায় করবে?

١٥٧٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

১৫৭৭ 'আমর ইবন হাফ্স ইবন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দু'টি সালাত ছাড়া কোন সালাত তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের সালাত তার (নিয়মিত) ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন।

١٥٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هٰذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

banglainternet.com

১৫৭৮ 'আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র)... 'আবদুর রাহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হলাম। এরপর আমরা মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তখন তিনি পৃথক পৃথক আযান ও ইকামাতের সাথে উভয় সালাত (মাগরিব ও 'ইশা) আদায় করলেন এবং এই দু' সালাতের মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর ফজর হতেই তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। কেউ কেউ বলছিল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে, আবার কেউ বলছিল যে, এখনো ফজরের সময় আসেনি। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দু' সালাত অর্থাৎ মাগরিব ও 'ইশা এ স্থানে তাদের নিজ সময় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই 'ইশার ওয়াক্তের আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজরের সালাত এই মুহূর্তে। এরপর তিনি ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে উকূফ করেন। এরপর বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এখন রওয়ানা হন তাহলে তিনি সুন্নাত মুতাবিক কাজ করলেন। (রাবী বলেন) আমার জানা নেই, তাঁর কথা দ্রুত ছিল, না 'উসমান (রা)-এর রওয়ানা হওয়াটা। এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন, কুরবানীর দিন জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

١٠٦١ بَابُ مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

১০৬১. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে?

১৫৭৯ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৫৭৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)... 'আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের সালাত আদায় করে (মাশ'আরে হারামে) উকূফ করলেন এবং তিনি বললেন, মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। নবী করীম ﷺ তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন।

١٠٦٢ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

১০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সকালে জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সওয়ারীতে পেছনে বসানো

১৫৮০ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

banglainternet.com

১৫৮০ আবূ 'আসিম যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ

ফাযল (রা)-কে তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন। সেই ফাযল (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

١٥٨١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ الْاَيْلِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اُسَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى قَالَ فَكِلَاهُمَا قَالَا لَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ ﷺ يُلَبِّىْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৫৮১ যুহাইর ইব্‌ন হারব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে নবী করীম ﷺ-এর সাওয়ারীর পেছনে উসামা (রা) বসা ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনার পথে তিনি ﷺ ফাযলকে সাওয়ারীর পেছনে বসালেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তারা উভয়ই বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

١٠٦٢ بَابُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ... لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

১০৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহর বাণী) ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে, ... হারামের বাসিন্দা নয় (২ ঃ ১৯৬)

١٥٨٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَاَمَرَنِىْ بِهَا وَسَاَلْتُهُ عَنِ الْهَدْىِ فَقَالَ فِيْهَا جَزُوْرٌ اَوْبَقَرَةٌ اَوْ شَاةٌ اَوْشِرْكٌ فِىْ دَمٍ قَالَ وَكَاَنَّ نَاسًا كَرِهُوْهَا فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ اِنْسَانًا يُنَادِىْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَقَالَ اٰدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৫৮২ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কুরবানী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তামাত্তু'র কুরবানী হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানীর পশুর মধ্যে শরীকানা এক অংশ। আবূ জামরা (র) বলেন, লোকেরা তামাত্তু' হজ্জকে যেন অপছন্দ করত। একবার আমি ঘুমালাম তখন দেখলাম, একটি লোক যেন (আমাকে লক্ষ্য করে) ঘোষণা দিচ্ছে, উত্তম হজ্জ এবং মাকবূল তামাত্তু'। এরপর আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাই তো আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। আদম, ওয়াহাব ইব্‌ন জারীর এবং গুনদর (র) শু'বা (র) থেকে মাকবূল 'উমরা এবং উত্তম হজ্জ বলে উল্লেখ করেছেন।

banglainternet.com

١٠٦٤ بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ : وَالْبُدْنَ جَعَلْنَـهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا...... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِّيَتِ الْبُدْنُ لِبُدْنِهَا الْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَشَعَائِرُ اللَّهِ اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ

১০৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া। আল্লাহর বাণী ঃ এবং তোমাদের জন্য উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম লও। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়.... আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদের (২২ ঃ ৩৬-৩৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর উটগুলোকে মোটা তাজা হওয়ার কারণে اَلْبُدْنُ বলা হয় اَلْقَانِعُ অর্থ যাচনাকারী; اَلْمُعْتَرُّ ঐ ব্যক্তি, যে ধনী হোক বা দরিদ্র, কুরবানীর উটের গোশত খাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। شَعَائِرِ অর্থাৎ কুরবানীর উটের প্রতি সম্মান করা এবং ভাল জানা। اَلْعَتِيقُ অর্থাৎ যালিমদের থেকে মুক্ত হওয়া وَجَبَتْ অর্থ যমীনে লুটিয়ে পড়ে। এ অর্থেই হল وَجَبَتِ الشَّمْسُ সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

١٥٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

১৫৮৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে চল। এবারও লোকটি বলল, এ-তো কুরবানীর উট। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! এ কথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।

١٥٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلَاثًا

banglainternet.com

১৫৮৪ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

١٠٦٥ بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

১০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়

١٥٨٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১৫৮৫ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলায়ফা থেকে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে 'উমরার ও হজ্জের নিয়্যাতে তামাত্তু করলেন। সাহাবীগণের কতেক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ মক্কা পৌঁছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য

banglainternet.com

করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বায়তুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সাওম পালন করবে। নবী করীম ﷺ মক্কা পৌছেই তাওয়াফ করলেন। প্রথমে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রমল করে আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফায় আসলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সা'য়ী করলেন। হজ্জ সমাধা করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা থেকে হালাল হননি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন, সেখান থেকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সবকিছু থেকে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। 'উরওয়া (র) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হজ্জের সাথে 'উমরা পালন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু' করেন, যেমনি বর্ণনা করেছেন সালিম (র) ইবন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে।

١٠٦٦ بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

১০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করা

১٥٨٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لِاَبِيهِ اَقِمْ فَاِنِّي لَا اٰمَنُهَا اَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَنَا اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ عَلٰى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ . قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَاشَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى اَحَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

১৮৫৬ আবূ নু'মান (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি (এবার বাড়িতেই) অবস্থান করুন। কেননা, বায়তুল্লাহ থেকে আপনার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে আমি তাই করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' সুতরাং আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, (এবার) 'উমরা আদায় করা আমি আমার উপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি 'উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা

banglainternet.com

হলেন, যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টির জন্য ইহ্রাম বেঁধে বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। এরপর তিনি কুদাইদ নামক স্থান থেকে কুরবানীর জানোয়ার কিনলেন এবং মক্কা পৌঁছে (হজ্জ ও 'উমরা) উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন। উভয়ের সব কাজ শেষ করা পর্যন্ত তিনি ইহ্রাম খুললেন না।

١٠٦٧ بَابُ مَنْ اَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ اَحْرَمَ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا اَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَلَّدَهُ وَاَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْاَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

১০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে (কুরবানীর পশুকে) ইশ্‘আর এবং কিলাদা[১] করে পরে ইহ্রাম বাঁধে। নাফি‘ (র) বলেন, ইব্ন ‘উমর (রা) মদীনা থেকে যখন কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে আসতেন তখন যুল-হুলাইফায় তাকে কিলাদা পরাতেন এবং ইশ‘আর করতেন। ইশ‘আর অর্থাৎ উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুজের ডান পার্শ্বে যখম করতেন

١٥٨٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ۔

১৫৮৭ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী করীম ﷺ এক হাজারেরও অধিক সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যুল-হুলাইফা পৌঁছে কুরবানীর পশুটিকে কিলাদা পরালেন এবং ইশ‘আর করলেন। এরপর তিনি ‘উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন।

١٥٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهْدَاهَا وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ اُحِلَّ لَهُ ۔

১৫৮৮ আবূ নু‘আইম (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশ‘আর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।

banglainternet.com

---

১. চামড়া বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মালা বানিয়ে পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া।

١٠٦٨ بَابُ فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

১০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান

١٥٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي وَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

১৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হল তারা হালাল হয়ে গেল আর আপনি হালাল হলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তো আমার মাথার তালবিদ করেছি এবং আমার কুরবানীর জানোয়ারকে কিলাদা পরিয়ে দিয়েছি, তাই হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

١٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

১৫৯০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন, আমি তার গলায় কিলাদার মালা পাকিয়ে দিতাম। এরপর মুহরিম যে কাজ বর্জন করে, তিনি তার কিছু বর্জন করতেন না।

١٠٦٩ بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

১০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু ইশ'আর করা। 'উরওয়া (র) মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কুরবানীর পশুর কিলাদা পরান ও ইশ'আর করেন এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধেন

١٥٩١ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْقَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ .

banglainternet.com

১৫৯১ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর

কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তার ইশ'আর করলেন এবং তাকে তিনি কিলাদা পরিয়ে দিলেন অথবা আমি একে কিলাদা পরিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তা বায়তুল্লাহর দিকে পাঠালেন এবং নিজে মদীনায় থাকলেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল তা থেকে কিছুই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

١٠٧٠ بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَئِدَ بِيَدِهِ

১০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে নিজ হাতে কিলাদা বাঁধে

১৫৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ .

১৫৯২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কা) পাঠায় তা যবেহ না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরা (র) বলেন, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সংগে তা পাঠান। সে জানোয়ার যবেহ করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি হারাম হয়নি।

١٠٧١ بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

১০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর গলায় কিলাদা পরানো

১৫৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا .

১৫৯৩ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কুরবানীর জন্য বকরী পাঠালেন।

banglainternet.com

١٥٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِىْ اَهْلِهِ حَلاَلاً ‏.‏

১৫৯৪ আবূ নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর (কুরবানীর পশুর) কিলাদাগুলো পাকিয়ে দিতাম আর তিনি তা বকরীর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নিজ পরিবারে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

١٥٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً ‏.‏

১৫৯৫ আবূ নু'মান (র) ও মুহাম্মাদ ইবন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বকরীর কিলাদা পাকিয়ে দিতাম আর তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

١٥٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِى الْقَلاَئِدَ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ ‏.‏

১৫৯৬ আবূ নু'আইম (রা)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি, তাঁর ইহরাম বাঁধার আগে।

١٠٧٢ بَابُ الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ

১০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ পশমের তৈরি কিলাদা

١٥٩٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِيْ ‏.‏

১৫৯৭ 'আমর ইবন 'আলী (র)... উম্মুল মুমিনীন ['আয়িশা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল আমি তা দিয়ে কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

١٠٧٣ بَابُ تَقْلِيْدِ النَّعْلِ

১০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ জুতার কিলাদা ঝুলান

banglainternet.com

١٥٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ انَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِىَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِى عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৫৯৮ মুহাম্মদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন ঃ এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটি কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটিকে দেখেছি যে, সে ঐ পশুটির পিঠে চড়ে নবী ﷺ-এর সাথে সাথে চলছিল আর পশুটির গলায় জুতার মালা ঝুলান ছিল। মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) এ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। 'উসমান ইবন 'উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٤ بَابُ الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

১০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে আবরণ পরানো। ইবন 'উমর (রা) শুধু কুঁজের স্থানের ঝুল ফেড়ে দিতেন। আর তা নহর করার সময় নষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কায় ঝুলটি খুলে নিতেন এবং পরে তা সাদকা করে দিতেন

١٥٩٩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِى نُحِرَتْ وَبِجُلُوْدِهَا .

১৫৯৯ কাবীসা (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যবেহকৃত কুরবানীর উটের পৃষ্ঠের আবরণ এবং তার চামড়া সাদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٠٧٥ بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا

১০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে

١٦٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ فِى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

banglainternet.com

اللّٰهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حِينَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ .

১৬০০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন যুবাইরের খিলাফতকালে খারিজীদের হজ্জ আদায়ের বছর ইব্‌ন 'উমর (রা) হজ্জ পালন করার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হল, লোকদের মাঝে পরস্পর লড়াই সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আর তারা আপনাকে বাধা দিতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি। ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।' কাজেই আমি সেরূপ করব যেরূপ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরা ওয়াজিব করে ফেলেছি। এরপর বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছে তিনি বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, 'উমরার সাথে আমি হজ্জকেও একত্রিত করলাম। এরপর তিনি কিলাদা পরিহিত কুরবানীর জানোয়ার নিয়ে চললেন, যেটি তিনি আসার পথে কিনেছিলেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করলেন। তাছাড়া অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং সে সব বিষয় থেকে হালাল হননি যেসব বিষয় তাঁর উপর হারাম ছিল– কুরবানীর দিন পর্যন্ত। তখন তিনি মাথা মুড়ালেন এবং কুরবানী করলেন। তাঁর মতে প্রথম তাওয়াফ দ্বারা হজ্জ ও 'উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন হয়েছে। এ সব করার পর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই করেছেন।

١٠٧٦ بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

১০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী কর্তৃক কুরবানী করা

١٦٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا . قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

banglainternet.com

১৬০১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিল-কা'দাহ মাসের

পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশ্‌ত আনা হলে আমি বললাম, এ কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, উক্ত হাদীসখানা কাসিমের নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, সঠিকভাবেই তিনি হাদীসটি তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٧ بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى

১০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মিনাতে নবী ﷺ-এর কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা

١٦٠٢ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬০২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা) কুরবানীর স্থানে কুরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে।

١٦٠٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ حَتّٰى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوْكُ .

১৬০৩ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন 'উমর (রা) মুযদালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজীদের সাথে, যাদের মধ্যে আযাদ ও ক্রীতদাস থাকত, নিজ কুরবানীর জানোয়ার পাঠিয়ে দিতেন, যাতে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে পৌঁছে যায়।

١٠٧٨ بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

১০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানী করে

١٦٠٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا .

১৬০৪ সাহ্‌ল ইবন বাক্কার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানী করেন এবং মদীনাতেও হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুম্বা তিনি কুরবানী করেছেন। এখানে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

banglainternet.com

١٠٧٩ بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

১০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানী করা

١٦٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ .

১৬০৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... যিয়াদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি আসলেন এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল। ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় বেঁধে নাও। (এ) মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নত। [ইমাম বুখারী (র) বলেন যে,] শু'বা (র) ইউনুস সূত্রে যিয়াদ (র) থেকে হাদীসটি اَخْبَرَنِىْ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

١٠٨٠ بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَوَافَّ قِيَامًا

১০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ উট দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা। ইব্‌ন 'উমর (র) বলেন, তা-ই মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নত। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, (কুরআনের শব্দ) صَوَافَّ-এর অর্থ দাঁড় করিয়ে (কুরবানী করা)

١٦٠٦ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُّوْا وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ .

১৬০৬ সাহ্‌ল ইব্‌ন বাক্কার (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল হুলাইফাতে 'আসর দু'রাক'আত আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাহ্‌লীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহ্‌রাম খুলে

banglainternet.com

ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানী করেন আর মদীনাতে হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি মেষ কুরবানী দেন।

١٦٠٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى اَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ۰

১৬০৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফাতে 'আসর দু' রাক'আত আদায় করেন। আয়্যূব (র) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এরপর তিনি সেখানে রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি, ফজরের সালাত আদায় করার পর সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। সাওয়ারী বায়দায় পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন।

١٠٨١ بَابُ لَا يُعْطِى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْىِ شَيْئًا

১০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছুই কসাইকে দেওয়া যাবে না

١٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَاَمَرَنِىْ فَقَسَمْتُ لُحُوْمَهَا ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُوْدَهَا وَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا اُعْطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِىْ جِزَارَتِهَا ۰

১৬০৮ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে পাঠালেন, আমি কুরবানীর জানোয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি ওগুলোর গোশ্‌ত বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি এর পিঠের আবরণ এবং চামড়াগুলোও বিতরণ করে দিলাম। সুফিয়ান (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করলেন কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে কিছু না দিতে।

banglainternet.com

١٠٨٢ بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُوْدِ الْهَدْىِ

১০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের চামড়া সাদকা করা

١٦٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا ٠

১৬০৯ মুসাদ্দাদ (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্‌ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং এর থেকে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই না দেওয়া হয়।

١٠٨٣ بَابُ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

১০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদ্‌কা করা

١٦١٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا ٠

১৬১০ আবূ নু'আইম (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর একশ' উট পাঠান এবং আমাকে গোশত সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আমি তা বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি তার পিঠের আবরণ সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে চামড়া সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম।

١٠٨٤ بَابُ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ .... فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ٠ وَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذٰلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ

১০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহর বাণী) ঃ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে– তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে এবং হজ্জের ঘোষণা করে দিন মানুষের নিকট, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে। এরা আসবে দূর-দূরান্তর

banglainternet.com

পথ অতিক্রম করে।... তার রবের নিকট তার জন্য এই-ই উত্তম (২২ ঃ ২৬-৩০)। কুরবানীর গোশত কী পরিমাণ খাবে এবং কী পরিমাণ সাদকা করবে? 'উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র) সূত্রে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, শিকারের বদল স্বরূপ এবং মানতের জন্য যে জানোয়ার যবেহ করা হয়, তা খাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সব কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া যাবে। 'আতা (র) বলেন, তামাত্তু'র কুরবানীর গোশত খেতে পারবে এবং (অন্যকেও) খাওয়াতে পারবে।

١٦١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كُنَّا لَانَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَا .

১৬১১ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত মিনার তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর নবী ﷺ আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম। রাবী বলেন, আমি 'আতা (র)-কে বললাম, জাবির (রা) কি বলেছেন আমরা মদীনায় আসা পর্যন্ত? তিনি বললেন, না।

١٦١٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلَا نُرٰى إِلَّا الْحَجَّ حَتّٰى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيٰى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ .

১৬১২ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুল-কা'দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমরা অন্য কিছু উদ্দেশ্য করিনি, অবশেষে আমরা যখন মক্কার নিকটে পৌছলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে হালাল হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠানো হল। আমি বললাম, এ কি? বলা হল, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমি কাসিম (র)-এর নিকট হাদীসটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 'আমরা (র) হাদীসটি ঠিকভাবেই তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

١٠٨٥ بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

১০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

١٦١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ قَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ .

১৬১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাওশাব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মাথা কামানোর আগে কুরবানী অথবা অনুরূপ কোন কাজ করেছে। তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

١٦١٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬১৪ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, আমি কংকর মারার আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সাহাবী পুনরায় বললেন, আমি যবেহ করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সাহাবী আবারও বললেন, আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। 'আবদুর রহীম ইব্‌ন সুলাইমান রাযী, কাসিম ইব্‌ন ইয়াহইয়া ও 'আফফান (র).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাদ (র).... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

١٦١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, সন্ধ্যার পর আমি কংকর মেরেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সে আবার বলল, কুরবানী করার আগেই আমি মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

১৬১৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ أَنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .

১৬১৬ 'আবদান (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ হজ্জ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর আমি বনূ কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন। তারপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন থেকে) 'উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এ ভাবেই আমি লোকদের (হজ্জ এবং 'উমরা সম্পর্কে) ফতোয়া দিতাম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর জানোয়ার যথাস্থানে পৌঁছার আগে হালাল হননি।

١٠٨٦ بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

১০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগান ও মাথা কামানো

১৬১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

banglainternet.com

১৬১৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! লোকদের কি হল যে, তারা 'উমরা করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি 'উমরা থেকে হালাল হননি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো আমার মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং পশুর গলায় কিলাদা ঝুলিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি হালাল হতে পারি না।

١٠٨٧ بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

১০৮৭. পরিচ্ছেদ : হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা

١٦١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ ٠

১৬১৮ আবুল ইয়ামান (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সময় তাঁর মাথা কামিয়েছিলেন।

١٦١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ ٠

১৬১৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। লায়স (র) বলেন, আমাকে নাফি' (র) বলেছেন, আল্লাহ মাথামুণ্ডনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, এ কথাটি তিনি একবার অথবা দু'বার বলেছেন। রাবী বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন, চতুর্থবার বলেছেন : চুল যারা ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

١٦٢٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ ٠

banglainternet.com

১৬২০ 'আয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিনবার বলেন, এরপর বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও।

١٦٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ .

১৬২১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথা কামালেন এবং সাহাবীদের একদলও। আর অন্য একটি দল চুল ছোট করলেন।

١٦٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ .

১৬২২ আবূ 'আসিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল ছেটে ছোট করে দিয়েছিলাম।

١٠٨٨ بَابُ تَقْصِيْرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

১০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়ের পর তামাত্তু'কারীর চুল ছাটা

١٦٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا اَوْ يُقَصِّرُوْا .

১৬২৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এসে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যায়।

١٠٨٩ بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ اِلَى اللَّيْلِ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ اَيَّامَ مِنًى وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا

banglainternet.com

ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

১০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয যুবাইর (র) 'আয়িশা (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। আবূ হাসসান (র) সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মিনার দিনগুলোতে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। আর আবূ নু'আইম (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাওয়াফ করলেন, এরপর কায়লুলা করেন এবং তারপর মিনায় আসেন অর্থাৎ কুরবানীর দিন। 'আবদুর রাযযাক (র) এটি মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমার নিকট 'উবায়দুল্লাহ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

١٦٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৬২৪ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করে কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এ সময় সাফিয়্যা (রা)-এর হায়েয দেখা দিল। তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে তা ইচ্ছা করছিলেন যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছা করে থাকে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো হায়েযা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে তো সে আমাদের আটকিয়ে ফেলবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়্যা (রা) তো কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে রওয়ানা হও। কাসিম, 'উরওয়া ও আসাদ (র) সূত্রে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাফিয়্যা কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করেছেন।

١٠٩٠ بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

১০৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে

banglainternet.com

١٦٢٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ .

১৬২৫ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যবেহ করা, মাথা কামান ও কংকর মারা এবং (এ কাজগুলো) আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

١٦٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ . وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬২৬ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে মিনাতে কুরবানীর দিন জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ কোন দোষ নেই। তাঁকে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি যবেহ (কুরবানী) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ করে নাও, এতে দোষ নেই। সাহাবী আরো বললেন, আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

١٠٩١ بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

১০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া

١٦٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا سَأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১৬২৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ঃ একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি কুরবানী করে নাও, কোন দোষ নেই। তারপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ কংকর মেরে নাও, কোন দোষ নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই।

١٦٢٨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ

banglainternet.com

فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ، ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ وَاَشْبَاهَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ٠

১৬২৮ সা'ঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানীর দিন নবী ﷺ-এর খুতবা দেওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ। এরপর অপর এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ, আমি কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। আর কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। এরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই। সব কটির জবাবে তিনি এ কথাই বললেন। সেদিন তাঁকে যা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই।

١٦٢٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عِيْسٰى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

১৬২৯ ইসহাক ইবন মানসূর (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর উটনীর উপর অবস্থান করছিলেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মা'মার (র) সালেহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٠٩٢ بَابُ الْخُطْبَةِ اَيَّامَ مِنًى

১০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فَاَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ اِلٰى اُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ٠

banglainternet.com

১৬৩০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে একটি খুত্‌বা দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিন। তারপর তিনি বললেন ঃ এ শহরটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। তারপর তিনি বললেন ঃ এ মাসটি কোন্ মাস? তারা বললেন ঃ সম্মানিত মাস। তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্‌যত-হুরমত তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি কি (আপনার পয়গাম) পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়েছি? ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো ছিল তাঁর উম্মতের জন্য অসীয়ত। (নবী ﷺ আরো বললেন ঃ) উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

١٦٣١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ، تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو .

১৬৩১ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (রা)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে 'আরাফাত ময়দানে খুত্‌বা দিতে শুনেছি। ইব্‌ন 'উয়াইনা (র) 'আম্‌র (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٦٣٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ وَرَجُلٌ اَفْضَلُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَيُّ شَهْرٍ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَيُّ بَلَدٍ هٰذَا. قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ اَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا . نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ وَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

banglainternet.com

১৬৩২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী

ﷺ আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। নবী ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী ﷺ এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সব চাইতে বেশী জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তারপর তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সবচাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের শহরে। নবী ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ (ইয়া রাসূলাল্লাহ)। তারপর তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কোন কোন মুবাল্লাগ শ্রবণকারী থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

১৬৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهٰذَا وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

১৬৩৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় অবস্থানকালে বললেন ঃ তোমরা কি জান, এটি কোন্ দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত দিন। (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত শহর। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই

banglainternet.com

ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত মাস। নবী ﷺ বললেন ঃ এ মাসে, এ শহরে, এ দিনটি তোমাদের জন্য যেমন সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জান, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইয্‌যত-আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। হিশাম ইব্‌ন গায (র) নাফি' (র)-এর মাধ্যমে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর হজ্জ আদায়কালে কুরবানীর দিন জামারাতের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, এটি হল হজ্জে আকবরের দিন। এরপর নবী ﷺ বলতে লাগলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপর তিনি সাহাবীগণকে বিদায় জানালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, এ-ই বিদায় হজ্জ।

١٠٩٣ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى

১০৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ (হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্যান্য লোকদের (উযর বশত) মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করা

١٦٣٤ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي ﷺ ح وحدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أذن ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي ﷺ ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له . تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة .

১৬৩৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবাইদ ইব্‌ন মায়মূন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আব্বাস (রা) পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবূ উসামা, 'উক্‌বা ইব্‌ন খালিদ ও আবূ যামরা (র) এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইরের অনুসরণ করেছেন।

١٠٩٤ باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال .

১০৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন চাশতের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন

banglainternet.com

١٦٣٥ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار

قَالَ اِذَا رَمٰى اِمَامُكَ فَارْمِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ۔

১৬৩৫ আবূ নু'আইম (র)... ওবারা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যখন কংকর মারবে, তখন তুমিও মারবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখনই আমরা কংকর মারতাম।

١٠٩٥ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ

১০৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাতন ওয়াদী (উপত্যকার নীচুস্থান) থেকে কংকর মারা

١٦٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا ۔

১৬৩৬ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... 'আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বাতন ওয়াদী থেকে কংকর মারেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! লোকেরা তো এর উচ্চস্থান থেকে কংকর মারে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়ালীদ (র).. আ'মাশ (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

١٠٩٦ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ জামরায় সাতটি কংকর মারা। এ কথাটি ইব্ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন

١٦٣٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ عُتَيْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَرَمٰى بِسَبْعٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ۔

১৬৩৭ হাফস ইব্ন 'উমর (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। আর বলেন, যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এরূপ কংকর মেরেছেন।

banglainternet.com

١٠٩٧ بَابُ مَنْ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

১০৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারা

١٦٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاٰهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ·

১৬৩৮ আদম (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করলেন। তখন তিনি বায়তুল্লাহকে নিজের বামে রেখে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরাকে সাতটি কংকর মারতে দেখেছেন। এর পর তিনি বললেন, এ তাঁর দাঁড়াবার স্থান যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

١٠٩٨ بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা। নবী ﷺ থেকে ইব্ন 'উমর (রা) এ কথাটি বর্ণনা করেন

١٦٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِيْ تُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ تُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِيْ تُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيْ حَتّٰى اِذَا حَاذٰى بِالشَّجَرَةِ اِعْتَرَضَهَا فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ·

১৬৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের উপর এরূপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারার উল্লেখ রয়েছে, যে সূরার মধ্যে আলে 'ইমরানের উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে নিসা-এর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরা বাকারা, সূরা আলে 'ইমরান ও সূরা নিসা বলা পছন্দ করত না। বর্ণনাকারী আ'মাশ (র) বলেন, এ ব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে 'আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। ইব্ন মাস'উদ (রা) বাতন ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর সহকারে কংকর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত

banglainternet.com

কোন ইলাহ নেই, এ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যাঁর উপর নাযিল হয়েছে সূরা বাকারা (অর্থাৎ সূরা বাকারা বলা বৈধ)।

١٠٩٩ بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৯৯. পরিচ্ছেদ : জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা। নবী ﷺ থেকে ইবন 'উমর (রা) এ কথা বর্ণনা করেন

١١٠٠ بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

১১০০. পরিচ্ছেদ : অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান

١٦٤٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ ۔

১৬৪০ 'উসমান ইবন আবূ শাইবা (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

١١٠١ بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

১১০১. পরিচ্ছেদ : নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে উভয় হাত তোলা

banglainternet.com

١٦٤١ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى

اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ٠

১৬৪১ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কংকর মারতেন। এরপর বাঁ দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি অনুরূপ করতে দেখেছি।

١١٠٢ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

১১০২. পরিচ্ছেদ ঃ দুই জামরার কাছে (দাঁড়িয়ে) দু'আ করা

١٦٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ تَلِيْ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ بِمَا يَلِي الْوَادِيْ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ٠

১৬৪২ মুহাম্মদ (র)... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে মিনার দিক থেকে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কংকর মারতেন, সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে 'আকাবার কাছের জামরায় এসে তিনি সাতটি

banglainternet.com

কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না। যুহরী (র) বলেন, সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)-কে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। (রাবী বলেন) ইব্‌ন 'উমর (রা)-ও তাই করতেন।

١١٠٣ بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

১১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো

١٦٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَكَانَ اَفْضَلَ اَهْلِ زَمَانِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ وَكَانَ اَفْضَلَ اَهْلِ زَمَانِهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا ۔

১৬৪৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ দু' হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগিয়েছি, যখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করেছেন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যখন তিনি ইহ্‌রাম খুলে হালাল হয়েছেন। এ কথা বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন।

١١٠٤ بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

١٦٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ ۔

১৬৪৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

١٦٤٥ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ۔ تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۔

banglainternet.com

১৬৪৫ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

যোহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায় করে উপত্যকায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। লায়স (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনায় 'আমর ইব্‌ন হারিস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١١٠٥ بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

১১০৫. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোন মহিলার হায়েয আসে

١٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا .

১৬৪৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা) হায়েযা হলেন এবং পরে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করানো হয়। তখন তিনি বললেন : সে কি আমাদের আটকিয়ে রাখবে? তারা বললেন, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তো আর বাধা নেই।

١٦٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ . قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَاسْأَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ .

১৬৪৭ আবূ নু'মান (র)... 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয এসেছে এমন মহিলা সম্পর্কে মদীনাবাসী ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বললেন, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করব না এবং যায়দের কথাও বর্জন করব না। তিনি বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তাঁরা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করলেন। যাঁদের কাছে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁদের সাফিয়া (উম্মুল মু'মিনীন) (রা)-এর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি খালিদ ও কাতাদা (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

١٦٤٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

رُخِّصَ لَهُنَّ .

১৬৪৮ মুসলিম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর ঋতুবতী মহিলাকে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবন 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে মহিলা রওয়ানা হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

١٦٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ ،
فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ
يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ، قُلْتُ لاَ قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ
فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ
بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ
انْفِرِي فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ ، تَابَعَهُ جَرِيرٌ
عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لاَ .

১৬৪৯ আবূ নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। হজ্জই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নবী ﷺ মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করলেন। তবে ইহরাম ফেলেননি। তাঁর সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল। তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। এরপর 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হয়ে পড়লেও (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা হজ্জের সমুদয় হুকুম-আহকাম আদায় করলাম। এরপর যখন লায়লাতুল-হাসবা অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার রাত হল, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ব্যতীত আপনার সকল সাহাবী তো হজ্জ ও 'উমরা করে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমরা যে রাতে এসেছি সে রাতে তুমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তান'ঈম (নামক স্থানে) চলে যাও এবং সেখান থেকে 'উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। আর অমুক অমুক স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা থাকল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর আমি 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে তান'ঈমের দিকে গেলাম এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম।

banglainternet.com

আর সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। নবী ﷺ তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ তুমি তো আমাদেরকে আটকিয়ে ফেললে। তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করছিলে? তিনি বললেন, হাঁ। নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে কোন বাধা নেই, রওয়ানা হও। ['আয়িশা (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি মক্কার উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি নিচের দিকে নামছিলাম। অথবা আমি উঠছিলাম আর তিনি নামছিলেন। মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় এ হাদীসে (হাঁ)-এর পরিবর্তে 'লা' (না) রয়েছে। রাবী জারীর (র) মনসূর (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দাদ (র)-এর অনুরূপ 'লা' (না) বর্ণনা করেছেন।

١١٠٦ بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

১১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে 'আসরের সালাত আদায় করা

١٦٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

১৬৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... 'আবদুল 'আযীয ইবন রুফা'য় (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বললাম, নবী ﷺ থেকে মনে রেখেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তারবিয়ার দিন নবী ﷺ যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি বললাম, প্রত্যাবর্তনের দিন 'আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবতাহ নামক স্থানে। (তারপর বললেন,) তুমি তাই কর যেভাবে তোমার শাসকগণ করেন।

١٦٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ .

১৬৫১ 'আবদুল মুতা'আলী ইবন তালিব (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায়ের পর মুহাস্‌সাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, পরে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে গেলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন।

banglainternet.com

١١٠٧ بَابُ الْمُحَصَّبِ

১১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব

١٦٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلاً يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ تَعْنِي بِالأَبْطَحِ .

১৬৫২ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তা হল একটি মানযিল মাত্র, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করতেন, যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ আবতাহ।

١٦٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১৬৫৩ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাসসাবে অবতরণ করা (হজ্জের) কিছুই নয়। এ তো শুধু একটি মানযিল, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

١١٠٨ بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

১১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ

١٦٥٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا .

১৬৫৪ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) দু' পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর মক্কার উঁচু গিরিপথের দিক থেকে প্রবেশ করতেন। হজ্জ বা 'উমরা আদায়ের জন্য মক্কা আসলে তিনি মসজিদে হারামের দরজার সামনে ব্যতীত কোথাও উট বসাতেন না। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন এবং সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন এবং সাত চক্কর তাওয়াফ করতেন। তিনবার দ্রুতবেগে আর চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর ফিরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং নিজের মনযিলে ফিরে যাওয়ার আগে

banglainternet.com

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করতেন। আর যখন হজ্জ বা 'উমরা থেকে ফিরতেন তখন যুল-হুলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

١٦٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّيْ بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لاَ اَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৫৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল ওয়াহ্হাব (র)... খালিদ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র)-কে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নাফি' (র) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমর ও ইব্ন 'উমর (রা) সেখানে অবতরণ করেছেন। নাফি' (র) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, ইব্ন 'উমর (রা) মুহাসসাবে যোহর ও 'আসরের সালাত আদায় করতেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি মাগরিবের কথাও বলেছেন। খালিদ (রা) বলেন, 'ইশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই এবং তিনি সেখানে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ কথা ইব্ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করতেন।

١١٠٩ بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِيْ طُوًى اِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَقْبَلَ بَاتَ بِذِيْ طُوًى حَتّٰى اِذَا اَصْبَحَ دَخَلَ وَاِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِيْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

১১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা থেকে ফিরার সময় যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা। মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (র)... ইব্ন 'উমর (রা) বর্ণিত যে, তিনি যখনই মক্কা আসতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন। আর সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। ফিরার সময়ও তিনি যু-তুয়ার দিকে যেতেন এবং সেখানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

١١١٠ بَابُ التِّجَارَةِ اَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِيْ اَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

১১১০. পরিচ্ছেদ ঃ (হজ্জের) মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা

١٦٥٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

banglainternet.com

كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ كَاَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ ۔

১৬৫৬ 'উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও 'উকায লোকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইসলাম আসার পর মুসলিমগণ যেন তা অপছন্দ করতে লাগল, অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই হজ্জের মৌসুমে' (২ ঃ ১৯৮)।

١١١١ بَابُ الْاِدْلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

১১১১. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া

١٦٥٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اُرَانِيْ اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَنِيْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلْقٰى عَقْرٰى مَا اُرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اَخُوْهَا فَلَقِيْنَاهُ مُدْلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ۔

১৬৫৭ 'উমর ইব্‌ন হাফস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের দিন সাফিয়্যা (রা)-এর ঋতু দেখা দিলে তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। নবী ﷺ তা শুনে 'আকরা', 'হালকা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে চল। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা (মক্কায়) আসলাম, তখন আমাদের হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু আরম্ভ হল। নবী ﷺ 'হালকা' 'আকরা', বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন ঃ আমার ধারণা, সে তোমাদের আটকিয়েই ফেলবে। তারপর বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করছিলে? সাফিয়্যা (রা) বললেন, হাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তবে চল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ('উমরা আদায় করে) হালাল হইনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন তুমি তান'ঈম থেকে 'উমরা আদায় করে নাও। তারপর তাঁর সঙ্গে তার ভাই ['আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকর (রা)]

banglainternet.com

গেলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, ('উমরা আদায় করার পর) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যখন তিনি শেষ রাতে (বিদায়ী তওয়াফের জন্য) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ অমুক স্থানে তোমরা সাক্ষাত করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

١١١٢ بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

১১১২. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ও 'উমরা অবশ্য পালনীয়। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনুল কারীমে হজ্জের সাথেই 'উমরার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণভাবে আদায় কর। (২ ঃ ১৯৬)

١٦٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ .

১৬৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক 'উমরার পর আর এক 'উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।

١١١٣ بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

১১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করল

١٦٥٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫৯ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। 'ইকরিমা (র) বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করেছেন। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র) বলেছেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে

banglainternet.com

জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ .

১৬৬০ 'আমর ইবনে 'আলী (র)... 'ইকরিমা ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। অবশিষ্ট অংশে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١١١٤ بَابُ كَمْ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

১১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কতবার 'উমরা করেছেন

١٦٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا اَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا اُمَّاهُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَا يَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

১৬৬১ কুতায়বা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উরওয়া ইবন যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাঁকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত। এরপর 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) তাঁকে বললেন, নবী ﷺ কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আমরা তাঁর কথা রদ করা পছন্দ করলাম না। আমরা উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার ভিতর থেকে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন 'উরওয়া (রা) বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ 'আবদুর রাহমান কি বলছেন, আপনি কি শুনেন নি? 'আয়িশা (রা) বললেন, তিনি কী বলছেন? 'উরওয়া (র) বললেন, তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার 'উমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। 'আয়িশা (রা) বললেন, আবূ 'আবদুর রাহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন 'উমরা আদায় করেননি, যে তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো 'উমরা আদায় করেননি।

banglainternet.com

١٦٦٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَجَبٍ .

১৬৬২ আবূ 'আসিম (র)... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো 'উমরা আদায় করেননি।

١٦٦٣ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ . وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةَ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةً أُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً .

১৬৬৩ হাসসান ইব্‌ন হাস্‌সান (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার 'উমরা যুল-কা'দা মাসে যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছিল। পরবর্তী বছরের যুল-কা'দা মাসের 'উমরা, যখন মুশরিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল জী'রানার 'উমরা, যেখানে নবী ﷺ গনীমতের মাল, সম্ভবতঃ হুনায়নের যুদ্ধে বন্টন করেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার।

١٦٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوْهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৬৪ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন 'আবদুল মালিক (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ একবার 'উমরা করেছেন যখন তাঁকে মুশরিকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী বছর ছিল হুদায়বিয়ার (চুক্তি অনুযায়ী) 'উমরা, (তৃতীয়) 'উমরা (জী'রানা) যুল-কা'দা মাসে আর হজ্জের মাসে অপর একটি 'উমরা করেছেন।

١٦٦٥ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِيْ اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৬৫ হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র)... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি 'উমরা করেছেন। তন্মধ্যে হজ্জের মাসে যে 'উমরা করেছেন তা ছাড়া বাকী সব 'উমরাই যুল-কা'দা মাসে করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার 'উমরা, পরবর্তী বছরের 'উমরা, জী'রানার 'উমরা, যেখানে তিনি হুনায়নের মালে গনীমত

banglainternet.com

বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের মাসে আদায়কৃত 'উমরা।

١٦٦٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ .

১৬৬৬ আহমদ ইবন 'উসমান (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরূক, 'আতা এবং মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-কা'দা মাসে হজ্জের আগে 'উমরা করেছেন। রাবী বলেন, আমি বারা' ইবন 'আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করার আগে দু'বার যুল-কা'দা মাসে 'উমরা করেছেন।

١١١٥ بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

১১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে 'উমরা আদায় করা

١٦٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ .

১৬৬৭ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে হজ্জ করতে তোমার বাঁধা কিসের? ইবন 'আব্বাস (রা) মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ আচ্ছা, রমযান এলে তখন 'উমরা করে নিও। কেননা, রমযানের একটি 'উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। অথবা সেরূপ কোন কথা তিনি বলেছিলেন।

banglainternet.com

١١١٦ بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

১১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাবের রাতে ও অন্য সময়ে 'উমরা করা

١٦٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَا هْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي .

১৬৬৮ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম যখন যিলহজ্জ আগতপ্রায়। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়। আর যে 'উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে যেন 'উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তা হলে অবশ্যই আমি 'উমরার ইহরাম বাঁধতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আবার কেউ হজ্জের। যারা 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের একজন। 'আরাফার দিন এল, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। নবী ﷺ-এর নিকট তা জানালাম। তিনি বললেন ঃ 'উমরা ছেড়ে দাও এবং মাথার বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। যখন মুহাসসাবের রাত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সঙ্গে (আমার ভাই) 'আবদুর রাহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন এবং আমি ছেড়ে দেওয়া 'উমরার স্থলে নতুনভাবে 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম।

١١١٧- بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

১১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ তান'ঈম থেকে 'উমরা করা

١٦٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًوا وَكَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو .

১৬৬৯ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আবদুর রাহমান ইবন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে তাঁর সাওয়ারীর পিঠে 'আয়িশা (রা)-কে বসিয়ে তান'ঈম থেকে 'উমরা করানোর নির্দেশ দেন। রাবী সুফিয়ান (র) একবার বলেন, এ হাদীস আমি 'আমরের কাছে বহুবার শুনেছি।

banglainternet.com

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هٰذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لاَ بَلْ لِلْأَبَدِ ·

১৬৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়ের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তার ইহরাম বাঁধলাম। নবী ﷺ এ ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রয়েছে (তারা হালাল হবে না)। তাঁরা বললেন, আমরা মীনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমি এ ব্যাপার পূর্বে জানতাম, যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সঙ্গে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর (একবার) 'আয়িশা (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সব কাজই সম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পাক হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা তো হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টি পালন করে ফিরছেন, আমি কি শুধু হজ্জ করেই ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আবদুর রাহমান ইবন আবূ বাকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যায়। তারপর যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ আদায়ের পর 'আয়িশা (রা) 'উমরা আদায় করলেন। নবী ﷺ যখন জামরাতুল 'আকাবায় কংকর মারছিলেন তখন সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম (রা) এর নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হজ্জের মাসে 'উমরা আদায় করা কি আপনাদের জন্য খাস? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, এতো চিরদিনের (সকলের) জন্য।

banglainternet.com

١١١٨ بَابُ الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

১১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের পর 'উমরা আদায় করাতে কুরবানী ওয়াজিব হয় না

١٦٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ . فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

১৬৭১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যিলহজ্জ মাস আগত প্রায়, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন 'উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়। আর যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায় সে যেন হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তাহলে অবশ্যই আমি 'উমরার ইহরাম বাঁধতাম। তাই তাঁদের কেউ 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। এরপর মক্কা পৌঁছার আগেই আমার ঋতু দেখা দিল। 'আরাফার দিবস চলে এল, আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমার এ অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন ঃ 'উমরা ছেড়ে দাও। আর বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম। মুহাস্‌সাবের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে 'আবদুর রাহমানকে তান'ঈম পাঠালেন। (রাবী বলেন) 'আবদুর রাহমান (রা) তাঁকে সাওয়ারীতে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর 'আয়িশা (রা) আগের 'উমরার স্থলে নতুন 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। এমনিভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টিই পুরা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর কোন ক্ষেত্রেই কুরবানী বা সাদাকা দিতে কিংবা সিয়াম পালন করতে হয়নি।

banglainternet.com

١١١٩ بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

১১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্ট অনুপাতে 'উমরার সাওয়াব

١٦٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ .

১৬৭২ মুসাদ্দাদ (র)... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহাবীগণ ফিরছেন দু'টি নুসূক (অর্থাৎ হজ্জ এবং 'উমরা) পালন করে আর আমি ফিরছি একটি নুসূক (শুধু হজ্জ) আদায় করে। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তান'ঈমে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে এরপর অমুক স্থানে আমাদের কাছে আসবে। এ 'উমরা (এর সাওয়াব) হবে তোমার খরচ বা কষ্ট অনুপাতে।

١١٢٠ بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১২০. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী 'উমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে, তা কি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?

١٦٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّي قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ . فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ .

১৬৭৩ আবূ নু'আয়ম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হজ্জের মাসে এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই এবং সে এই ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ 'উমরা করে হালাল হয়)। আর

banglainternet.com

যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না)। নবী ﷺ ও তার কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁদের 'উমরা হয়নি। ['আয়িশা (রা) বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো 'উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো সালাত আদায় করছি না। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তুমি তো একজন আদম কন্যাই। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তোমার জন্যও তা লিখিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার হজ্জ আদায় কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 'উমরাও দান করবেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুহাস্‌সাবে অবতরণ করলাম। তারপর নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান থেকে যেন সে 'উমরার ইহরাম বাঁধে। তারপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তাওয়াফ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। এ সময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যাঁরা ফজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। তারপর নবী ﷺ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

١١٢٢ بَابٌ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

১১২১. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে যে কাজ করা হয় 'উমরাতেও তাই করবে

١٦٧٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِيْ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوْقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوْقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ .

১৬৭৪ আবূ নু'আইম (র)... ই'য়ালা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'ররানাতে ছিলেন। এ সময় জুব্বা পরিহিত একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনি 'উমরাতে আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দেন? লোকটির জুব্বাতে খালূক বা হলদে রঙের দাগ ছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর উপর অহী নাযিল করলেন। নবী ﷺ-কে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া

banglainternet.com

হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় আমি নবী [redacted]-কে দেখতে চাই। 'উমর (রা) বললেন, এসো, আল্লাহ্ নবী [redacted]-এর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় তুমি কি তাঁকে দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হাঁ। তারপর 'উমর (রা) কাপড়ের একটি কোণ উঁচু করে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে নজর করলাম। নবী [redacted] আওয়ায করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলছিলেন, উটের আওয়াযের মত আওয়ায। এ অবস্থা নবী [redacted] থেকে দূরীভূত হলে তিনি বললেন ঃ 'উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল, খালূকের চিহ্ন ধুয়ে ফেল এবং হলদে রং পরিষ্কার করে নাও। আর তোমার হজ্জে যা করেছ 'উমরাতে তুমি তা-ই করবে।

১৬৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . فَلَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا أَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৬৭৫ 'আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একবার নবী [redacted]-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা)-কে বললাম, আল্লাহর বাণী ঃ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী করে, তার কোন পাপ নেই। (২ ঃ ১৫৮) তাই সাফা-মারওয়ার সা'য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। 'আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হত ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করলে কোন পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধত। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা রাসূলুল্লাহ্ [redacted]-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ 'সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে সা'য়ী

banglainternet.com

করে, তার কোন পাপ নেই।' সুফিয়ান ও আবূ মু'আবিয়া (রা) হিশাম (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে আল্লাহ্ কারো হজ্জ এবং 'উমরাকে পূর্ণাঙ্গ গণ্য করেন না।

١١٢٢ بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا

১১২২. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে। 'আতা (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হজ্জকে 'উমরায় রূপান্তরিত করার পর তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

١٦٧٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمٰعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ بَشِّرُوْا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ .

১৬৭৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে 'উমরা করলাম। তিনি মক্কা প্রবেশ করে তাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সা'য়ী করলাম। আর আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে লুকিয়ে রাখছিলাম যাতে কোন মুশরিক তাঁর প্রতি কোন কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এক সাথী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা) সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ খাদীজাকে বেহেশতের মাঝে একটি মোতি দিয়ে নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশও থাকবে না।

١٦٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِيْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِيْ إِمْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

banglainternet.com

১৬৭৭ হুমায়দী (র)... 'আমর ইবন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমরার মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে যে স্ত্রীর নিকট গমন করে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ইবন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নবী ﷺ (মক্কায়) এসে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এরপর সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেছেন। আর তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তো রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝেই। (রাবী) 'আমর ইবন দীনার (র) বলেন, জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কেও আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রীর নিকট অবশ্যই যাবে না।

١٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ . وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

১৬৭৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কার বাতহায় অবতরণ করলে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি হজ্জ করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহরামের মত আমিও ইহরামের তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ ভাল করেছ। এখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যাও। তারপর আমি বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে কায়স গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং 'উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত আমি এভাবেই ফতোয়া দিতে থাকি। 'উমর (রা) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর বাণী গ্রহণ করি তাহলে নবী ﷺ কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত হালাল হননি।

١٦٧٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ .

banglainternet.com

১৬৭৯ আহমদ (র)... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা (রা) হাজূন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন صَلَّى اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهٖ আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি রহমত নাযিল করুন, এ স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল খুবই কম। আমি, আমার বোন 'আয়িশা (রা), যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরা আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

١١٢٣ بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

১১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ, 'উমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু'আ) বলবে

١٦٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

১৬৮০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন জিহাদ, বা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং পরে বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

١١٢٤ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

১১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ আগমণকারী হাজীদের খোশ-আমদেদ জানান এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া

١٦٨١ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ .

banglainternet.com

১৬৮১ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এলে 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে খোশ-আমদেদ জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন।

١١٢٥ بَابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

১১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সকালে বাড়ি পৌছা

١٦٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ ۔

১৬৮২ আহমদ ইবন হাজ্জাজ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'মসজিদে শাজারাতে' সালাত আদায় করতেন। আর যখন ফিরতেন, যুল-হুলাইফার বাতনুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং এখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

١١٢٦ بَابُ الدُّخُوْلِ بِالْعَشِيِّ

১১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা

١٦٨٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلًا كَانَ لَا يَدْخُلُ اِلَّا غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً ۔

১৬৮৩ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে কখনো পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে ছাড়া পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না।

١١٢٧ بَابُ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهُ اِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

১১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ শহরে পৌছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না

١٦٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَطْرُقَ اَهْلَهُ لَيْلًا ۔

banglainternet.com

১৬৮৪ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

١١٢٨ - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

১১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা পৌঁছে যে ব্যক্তি তার উটনী দ্রুত চালায়

١٦٨٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا ·

১৬৮৫ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে যখন মদীনার উঁচু রাস্তাগুলো দেখতেন তখন তিনি তাঁর উটনী দ্রুতগতিতে চালাতেন আর বাহন অন্য জানোয়ার হলে তিনি তাকে তাড়া দিতেন।

١٦٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُدُرَاتٍ. تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا ·

১৬৮৬ কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, دَرَجَاتِ (উঁচু রাস্তা)-এর পরিবর্তে جُدُرَاتِ (দেয়ালগুলো) শব্দ বলেছেন। হারিস ইব্ন 'উমায়র (র) ইসমা'ঈল (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, হারিস ইব্ন 'উমায়র হুমায়দ (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন, মদীনার মহব্বতে তিনি বাহনকে দ্রুত চালিত করতেন।

١١٢٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

১১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর

١٦٨٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاؤُوْا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلٰكِنْ مِنْ ظُهُوْرِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذٰلِكَ فَنَزَلَتْ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ·

১৬৮৭ আবুল ওয়ালিদ (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ করে এসে আনসারগণ তাদের বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ফিরে এসে তার বাড়ির

banglainternet.com

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে এ জন্য লজ্জা দেওয়া হয়। তখনই নাযিল হয় ঃ পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। (২ ঃ ১৮৯)

١١٣٠ بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

১১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর 'আযাবের একটি অংশ

١٦٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ .

১৬৮৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, সফর 'আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

١١٣١ بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ

১১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও করে শীঘ্র বাড়ি ফেরা

١٦٨٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

১৬৮৯ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার পথে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। সাফিয়্যা বিনত আবূ 'উবায়দ (রা)-এর গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি গতি বাড়িয়ে দিলেন। (পশ্চিম আকাশের) লালিমা অদৃশ্য হবার পর সাওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। তারপর বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করতেন।

banglainternet.com

بسم الله الرحمن الرحيم

١١٣٢ باب المحصر وجزاء الصيد وقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله وقال عطاء : الاحصار من كل شيئ يحبسه قال ابو عبد الله حصورا لا يأتى النساء

১১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময়। আর মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। যে পর্যন্ত কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মাথামুণ্ডন করবে না (২ ঃ ১৯৬)। 'আতা (র) বলেন, الاحصار من كل شيئ يحبسه -যা আটকিয়ে রাখে বা বাধা সৃষ্টি করে তাকে ইহসার বলে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, حصورا -(হাসূর) মানে যিনি স্ত্রী সম্ভোগ করেন না।

١١٣٣ باب إذا أحصر المعتمر

১১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়

١٦٩٠ حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين خرج الى مكة معتمرا فى الفتنة قال ان صددتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله ﷺ كان أهل بعمرة عام الحديبية .

১৬৯০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাঙ্গামা চলাকালে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) 'উমরার নিয়্যত করে মক্কায় রওয়ানা হওয়ার পর বললেন, বায়তুল্লাহর পথে বাধাগ্রস্ত হলে, তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

١٦٩١ حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ليالى نزل الجيش بابن الزبير فقالا لا يضرك أن لا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبى ﷺ هديه وحلق رأسه وأشهدكم أنى قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلى بينى وبين البيت طفت وإن حيل بينى وبينه فعلت كما فعل النبى ﷺ وأنا معه فأهل بالعمرة من ذى الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول

banglainternet.com

لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَطُوْفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ ۔

১৬৯১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র)... নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) উভয়ই তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, যে বছর হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) বাহিনী ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, সে সময়ে তাঁরা উভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বুঝালেন। তাঁরা বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশঙ্কা করছি, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু বায়তুল্লাহর পথে কাফির কুরায়শরা আমাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাই নবী ﷺ কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন। এখন আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার নিজের জন্য 'উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। আল্লাহ চাহেন তো আমি এখন রওয়ানা হয়ে যাব। যদি আমার এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা না আসে তাহলে আমি তাওয়াফ করে নিব। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমি তখনই সেরূপ করব যেরূপ নবী ﷺ করেছিলেন আর আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর তিনি যুল-হুলাইফা থেকে 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে কিছুক্ষণ চললেন, এরপরে বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই আমি আমার 'উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। তাই তিনি হজ্জ ও 'উমরা কোনটি থেকেই হালাল হননি। অবশেষে কুরবানীর দিন কুরবানী করলেন এবং হালাল হলেন। তিনি বলতেন, আমরা হালাল হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না মক্কায় প্রবেশ করে একটি তাওয়াফ করে নিই।

١٦٩٢ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ بِهٰذَا ۔

১৬৯২ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন এক ছেলে তাঁর পিতাকে বললেন, যদি আপনি এ বছর বাড়িতে অবস্থান করতেন (তাহলে আপনার জন্য কতই না কল্যাণকর হত)!

١٦٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَائَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا ۔

১৬৯৩ মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হুদায়বিয়াতে) বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই তিনি মাথা কামিয়ে নেন। স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রেরিত জানোয়ার কুরবানী করেন। অবশেষে পরবর্তী বছর 'উমরা আদায় করেন।

banglainternet.com

١١٣٤ بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

১১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

١٦٩٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا . وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .

১৬৯৪ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... সালিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তোমাদের কেউ যদি হজ্জ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে যেন ('উমরার জন্য) বায়তুল্লাহর ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করে সব কিছু থেকে হালাল হয়ে যায়। অবশেষে পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করে নেয়। তখন সে কুরবানী করবে আর যদি কুরবানী দিতে না পারে তবে সিয়াম পালন করবে। 'আবদুল্লাহ (র).... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٣٥ بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

১১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

١٦٩٥ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ .

১৬৯৫ মাহমূদ (রা)... মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা কামানোর আগেই কুরবানী করেন এবং সাহাবাদের অনুরূপ করার নির্দেশ দেন।

١٦٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ .

১৬৯৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ এবং সালিম (র) উভয়ই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে 'উমরার নিয়ত করে আমরা রওয়ানা হলে যখন কুরায়শের কাফিররা বায়তুল্লাহর অনতিদূরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট কুরবানী করেন এবং মাথা কামিয়ে ফেলেন।

banglainternet.com

١١٣٦ بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ

১১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যার মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয়। রাওহ (র) থেকে বর্ণিত যে, কাযা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে তার হজ্জ স্ত্রী উপভোগ করে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে প্রকৃত ওযর কিংবা অন্য কোন বাধা থাকলে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে (কাযার জন্য) ফিরে আসতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু থাকলে সেখানেই কুরবানী দিয়ে (হালাল হয়ে যাবে) যদি পশু কুরবানীর স্থানে পাঠাতে অক্ষম হয়। আর যদি সে তা পাঠাতে পারে তা হলে কুরবানীর জানোয়ারটি তার স্থানে না পৌছা পর্যন্ত হালাল হবে না। ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, সে যে কোন স্থানে কুরবানীর পশুটি যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিতে পারবে। তার উপর কোন কাযা নেই। কেননা, হুদায়বিয়াতে তাওয়াফের আগে এবং কুরবানীর জানোয়ার বায়তুল্লাহয় পৌছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যবেহ করেছেন, মাথা কামিয়েছেন এবং হালাল হয়ে গিয়েছেন। এর কোন উল্লেখও নেই যে, এরপর নবী করীম ﷺ কাউকে কাযা করার বা (পুনরায় হজ্জ আদায় করার জন্য) ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ হুদায়বিয়া হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত।

١٦٩٧ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى .

banglainternet.com

১৬৯৭ ইসমা'ঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, (মক্কা মুকাররামায়) গোলযোগ চলাকালে 'উমরার নিয়ত করে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, বায়তুল্লাহ থেকে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কারণ, নবী করীম ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। তারপর 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) নিজের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে বললেন, উভয়টিই (হজ্জ ও 'উমরা) এক রকম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, উভয়টি তো একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ করলেন এবং এটাই তাঁর পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেন, আর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন।

١١٢٧ باب قول الله تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

১১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদয়া দিবে।' এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে সিয়াম পালন করলে তিন দিন করবে।

١٦٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ . قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ .

১৬৯৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... কা'ব ইবন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বোধ হয় তোমার এই কীটেরা (উকুন) তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটি বকরী কুরবানী কর।

١١٢٨ باب قول الله تعالى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

১১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ অথবা সাদকা অর্থাৎ ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো

١٦٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ أَوْ قَالَ احْلِقْ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ .

banglainternet.com

১৬৯৯ আবূ নু'আইম (র)... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে দাঁড়ালেন। এ সময় আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার এই কীটগুলো (উকুন) কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ, তিনি বললেন ঃ মাথা মুড়িয়ে নাও অথবা বললেন, মুড়িয়ে নাও। কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) বলেন, আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এই আয়াতটি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে... (২ ঃ ১৯৬)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তিনদিন সিয়াম পালন কর কিংবা এক ফরক (তিন সা' পরিমাণ) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে সাদকা কর, অথবা কুরবানী কর যা তোমার জন্য সহজসাধ্য।

١١٣٩ بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

১১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফিদয়ার দেয় খাদ্য অর্ধ সা' পরিমাণ

١٧٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ ، فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْمَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ .

১৭০০ আবুল ওলীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা)-এর পাশে বসে তাঁকে ফিদ্‌য়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি, আমার তো আগে এ ধারণা ছিল না। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' করে খাওয়াও।

١١٤٠ بَابُ النُّسُكُ شَاةٌ

১১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নুসূক হলো বকরী কুরবানী

١٧٠١ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ

banglainternet.com

اللّٰهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِىَ شَاةً أَوْيَصُوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ .

১৭০১ ইসহাক (র)... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেহারায় উকুন ঝরে পড়তে দেখে তাঁকে বললেন ঃ এই কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় ছিলেন। এখানেই তাঁদের হালাল হয়ে যেতে হবে এ বিষয়টি তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাঁরা মক্কায় প্রবেশের আশা করছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফিদয়ার হুকুম নাযিল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এক ফরক খাদ্যশস্য ছয়জন মিসকীনের মধ্যে দিতে কিংবা একটি বকরী কুরবানী করতে অথবা তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, তাঁর চেহারার উপর উকুন পড়ছে। এর বাকি অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

١١٤١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : فَلَا رَفَثَ

১১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্ত্রী সম্ভোগ নেই

١٧٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৭০২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল এবং স্ত্রী সহবাস করল না এবং অন্যায় আচরণও করল না, সে প্রত্যাবর্তন করবে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে।

١١٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ : وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

১১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ হজ্জের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই (২ ঃ ১৯৭)

١٧٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

banglainternet.com

১৭০৩। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হল না এবং আল্লাহর নাফরমানী করল না, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে (হজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١١٤٣ بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ . أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

১১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার জন্তু এবং অনুরূপ কিছুর বিনিময়

আর মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করলে যা হত্যা করল এর বিনিময় হল অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা তার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও (পর্যটকদের) ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৫ ঃ ৯৫-৯৬)

١١٤٤ بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ قُلْتَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ ، فَهُوَ زِنَةُ ذٰلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَعْدِلُوْنَ . يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلًا

banglainternet.com

১১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও আনাস (রা) শিকার ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যবেহ করাতে মুহরিমের কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। যেমন উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া। বলা হয় عَدْلٌ অর্থ مِثْلٌ (অনুরূপ) এবং عِدْلٌ অর্থ زِنَةٌ (সমান) قِيَامًا-এর অর্থ হল قِوَامًا (কল্যাণ) এবং يَعْدِلُوْنَ–এর অর্থ হল يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلاً (সমকক্ষ দাঁড় করানো)

١٧٠٤ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِىْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِي فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَاَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَهْلَكَ يَقْرَؤُوْنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

১৭০৪ মু'আয ইবন ফাযালা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর (শত্রুদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) বের হলেন। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। নবী করীম ﷺ-কে বলা হল, একটি শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। অমনিই আমি বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। সঙ্গীদের নিকট সহযোগিতা কামনা করলে সকলে আমাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। এরপর আমরা সকলেই ঐ জংলী গাধার গোশত খেলাম। এতে আমরা নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা করলাম। তাই নবী করীম ﷺ-এর সন্ধানে আমার ঘোড়াটিকে কখনো দ্রুত কখনো আস্তে চালাচ্ছিলাম। মাঝরাতের দিকে গিফার গোত্রের এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বললো, তা'হিন নামক স্থানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি। এখন তিনি সুকয়া নামক স্থানে কায়লূলায় (দুপুরের বিশ্রামে) আছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করছে। তাই আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বন্য গাধা শিকার করেছি। এখনো তার বাকী অংশটুকু আমার নিকট রয়েছে। নবী ﷺ কাওমের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা খাও। অথচ তাঁরা সকলেই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

banglainternet.com

١١٥٠ بَابُ اِذَا رَاَى الْمُحْرِمُوْنَ صَيْدًا فَضَحِكُوْا فَفَطِنَ الْحَلاَلُ

১১৪৫. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তিরা তা বুঝে ফেলে

١٧٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ فَاُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَ اَصْحَابِىْ بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَاَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ اَرْفَعُ فَرَسِىْ شَاْوًا وَاَسِيْرُ عَلَيْهِ شَاْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَكَ اَرْسَلُوْا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ . فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَاِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

১৭০৫ সা'ঈদ ইবন রাবী' (র)... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সকল সাহাবীই ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। এরপর আমাদেরকে গায়কা নামক স্থানে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে খবর দেয়া হলে আমরা শত্রুর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমার সংগী সাহাবীগণ একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। আমি সেদিকে তাকাতেই তাকে দেখে ফেললাম। সাথে সাথে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা দিয়ে গাধাটিকে আঘাত করে ঐ জায়গাতেই ফেলে দিলাম। তারপর তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সকলেই সাহায্য করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তবে আমরা সবাই এর গোশত খেলাম। এরপর গিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। (এর পূর্বে) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকাবোধ করছিলাম। তাই আমি আমার ঘোড়াটি কখনো দ্রুতগতিতে আবার কখনো স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্যরাতে গিয়ে গিফার গোত্রীয় এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন, আমি তা'হিন নামক স্থানে তাঁকে রেখে এসেছি। তিনি এখন সুক্য়া নামক স্থানে বিশ্রাম করছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং রহমতের দু'আ করেছেন। শত্রুরা আপনার থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এ ভয়ে তাঁরা আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। রাসূল ﷺ তাই করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর

banglainternet.com

রাসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। এর অবশিষ্ট কিছু অংশ এখনও আমাদের নিকট আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন ঃ তোমরা খাও। অথচ তাঁরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।

١١٤٦ بَابُ لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

১১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না

١٧٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلاَلٌ قَالَ لَنَا عَمْرٌو اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا ·

১৭০৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ও 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা থেকে তিন মারহালা[১] দূরে অবস্থিত কাহা নামক স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নবী করীম ﷺ ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথী সাহাবীদেরকে দেখলাম তাঁরা একে অন্যকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি আনিয়ে দেওয়ার কথা বললে) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম এরপর টিলার পিছনদিক থেকে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। সুতরাং গাধাটি আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ খাও, এতো হালাল। সুফিয়ান (রা) বলেন, আমাদেরকে 'আমর ইব্‌ন দীনার বললেন, তোমরা সালিহ (র) এবং অন্যান্যের নিকট গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনি আমাদের এখানে আগমণ করেছিলেন।

banglainternet.com

١١٤٧ بَابُ لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ

১১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে

১. এক মারহালায় ১৬ মাইল।

ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয়

١٧٠٧ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله ﷺ خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي . فأخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش . فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا من لحمها فقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها .

১৭০৭ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে যাত্রা করলে তাঁরাও সকলে যাত্রা করলেন। তাঁদের থেকে একটি দলকে নবী করীম ﷺ অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ কাতাদা (রা) গাধাগুলোর উপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত খেলেন। তারপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদা (রা) এগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইশারা করেছ? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে বাকী গোশত তোমরা খেয়ে নাও।

banglainternet.com

١١٤٨ باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

১১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবুল করবে না

১৭০৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ.

১৭০৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... সা'ব ইব্‌ন জাস্‌সামা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি জংলী গাধা হাদিয়া দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নবী ﷺ তাঁর চেহারায় মলিনতা লক্ষ্য করে বললেন ঃ তা আমি কখনো তোমার নিকট ফিরিয়ে দিতাম না যদি আমি মুহরিম না হতাম।

١١٤٩ بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

১১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ইহরাম অবস্থায় কি কি প্রাণী বধ করতে পারে

১৭০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ح وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

১৭০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা মুহরিমের জন্য দূষণীয় নয়। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার ও মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের একজন নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহরিম ব্যক্তি (নির্দিষ্ট) প্রাণী হত্যা করতে পারবে। আসবাগ ইব্‌ন ফারাজ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সূত্রে হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করাতে তার কোন দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর।

১৭১০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ

banglainternet.com

وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ‏.

১৭১০ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে হারম শরীফেও হত্যা করা যেতে পারে। (যেমন) কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

١٧١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ بِمِنًى اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّيْ لَاَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ‏. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٰذَا اَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَاَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَاْسًا ‏.

১৭১১ 'উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনাতে পাহাড়ের কোন এক গুহায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় নাযিল হল তাঁর উপর সূরা ওয়াল মুরসালাত। তিনি সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন। আর আমি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে গ্রহণ করছিলাম। তাঁর মুখ (তিলাওয়াতের ফলে) সিক্ত ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের সামনে একটি সাপ লাফিয়ে পড়ল। নবী ﷺ বললেন ঃ একে মেরে ফেল। আমরা দৌড়িয়ে গেলে সাপটি চলে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ রক্ষা পেল সাপটি তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন তোমরা রক্ষা পেলে এর অনিষ্ট থেকে। আবূ 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মিনা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সাপ মারাকে দোষ মনে করতেন না।

١٧١٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ ‏.

১৭১২ ইসমা'ঈল (র)... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কাকলাসকে ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনিনি।

١١٥٠ بَابُ لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ

banglainternet.com

১১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ হারম শরীফের কোন গাছ কাটা যাবে না। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, হারম শরীফের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না

١٧١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ . وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ .

১৭১৩ কুতায়বা (র).... আবূ শুরায়হ 'আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদ (র)-কে বললেন, যখন 'আমর মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরের দিন ইরশাদ করেছিলেন। আমার দু'টি কান ঐ কথাগুলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে স্মৃতিতে এঁকে রেখেছে এবং আমার চোখ দুটো তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগুলো বলেছিলেন, তখন তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে মহাসম্মানিত করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি কেউ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় তা'হলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ (পরের দিন) পুনরায় তার নিষিদ্ধতা পুনর্বহাল করা হয়েছে যেমনিভাবে গতকাল ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আবূ শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে 'আমর কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমর বলেছিলেন, হে আবূ শুরায়হ! এর বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। হারম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, خَرْبَةٌ শব্দের অর্থ হল بَلِيَّةٌ বা ফিত্‌না-ফাসাদ।

١١٥١ بَابٌ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

১১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ হারমের কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না

١٧١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ

banglainternet.com

نَهَارٍ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الاِْذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلاَّ الاِْذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا لاَيُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ ـ

১৭১৪ মুহম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না এবং কোন হারানো বস্তুকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন। তিনি বললেন ঃ হাঁ ইযখিরকে বাদ দিয়েই। খালিদ (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হারমের শিকার জানোয়ারকে তাড়ান যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া থেকে তাকে তাড়িয়ে তার স্থানে অবতরণ করা।

١١٥٢ بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ وَقَالَ اَبُوْ شُرَيْحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَيَسْفِكُ دَمًا

১১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ, আবূ শুরায়হ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কাতে কোন রক্তপাত করা যাবে না

١٧١٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَاِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَْرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَِحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الاِْذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ اِلاَّ الاِْذْخِرَ ـ

১৭১৫ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ﷺ বলেছিলেন ঃ এখন থেকে আর হিজরত নেই[1], রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়্যত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত

১. মক্কা মুকাররমা আরবের কেন্দ্র ছিল, মক্কা বিজয়ের পরে সমগ্র আরব ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যাওয়ায় আরব ভূমিতে আর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না।

banglainternet.com

পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ান যাবে না এর শিকার জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। 'আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।

١١٥٣ بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

১১৫৩. পরিচ্ছেদঃ মুহরিমের জন্য সিংগা লাগানো। ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর ছেলেকে ইহরাম অবস্থায় লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধিবিহীন ঔষধ ব্যবহার করতে পারে

١٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا .

১৭১৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছিলেন। অপর এক সূত্রে সুফিয়ান (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এ হাদীসটি 'আম্‌র (রা) 'আতা এবং তাউস (র) উভয় থেকে শুনেছেন।

١٧١٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ .

১৭১৭ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)... ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় 'লাহইয়ে জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে সিংগা লাগিয়েছিলেন।

١١٥٤ بَابُ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

১১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

banglainternet.com

١٧١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৭১৮ আবুল মুগীরা 'আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হাজ্জাজ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

١١٥٥ بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .

১১৫৫. পরিচ্ছেদ : মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ

আয়িশা (রা) বলেন, মুহরিম নারী ওয়ারস কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না

١٧١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ اِلاَّ اَنْ يَكُنْ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، تَابَعَهُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ اِسْحٰقَ فِى النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُوْلُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَتَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ .

১৭১৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম ﷺ বললেন : জামা, পায়জামা, পাগড়ী ও টুপী পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তা হলে সে যেন মোজা পরিধান করে তার গিরার নিচের অংশটুকু কেটে নেয়। তোমরা যাফরান এবং ওয়ারস লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না। মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবে না। মূসা ইব্ন 'উকবা, ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'উকবা, জুওয়ায়রিয়া, ইব্ন ইসহাক (র) নেকাব এবং হাত মোজার বর্ণনায় লায়স (র)-এর অনুসরণ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) وَلاَ الْوَرْسُ-এর স্থলে وَلاَ وَرْسٌ বলেছেন এবং তিনি বলতেন, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ও হাত মোজা ব্যবহার করবে না। মালিক (র) নাফি' (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ব্যবহার করবে না। লায়স ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) এ ক্ষেত্রে মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

١٧٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ

وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَانَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ·

১৭২০ কুতায়বা (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মুহরিম ব্যক্তিকে তার উষ্ট্রী ফেলে দেয়, ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং মারা যায়। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে গোসল করাও এবং কাফন পরাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগিও না। তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে।

١١٥٦ بَابُ الاَغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا

১১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারবে। ইব্‌ন 'উমর এবং 'আয়িশা (রা) মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক শরীর চুলকানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না

١٧٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ · فَاَرْسَلَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اِلَى اَبِيْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَالِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ ·

১৭২১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুনায়ন (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবওয়া নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য হল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারবে আর মিসওয়ার (রা) বললেন, মুহরিম তার মাথা ধৌত করতে পারবে না। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকার দু' খুঁটির মাঝে কাপড়ঘেরা অবস্থায় গোসল করতে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে? বললাম, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুনায়ন। মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

banglainternet.com

এ কথা শুনে আবূ আয়্যুব (রা) তাঁর হাতটি কাপড়ের উপর রাখলেন এবং কাপড়টি নিচু করে দিলেন। ফলে তাঁর মাথাটি আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। তারপর তিনি এক ব্যক্তিকে, যে তার মাথায় পানি ঢালছিল, বললেন, পানি ঢাল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকল। তারপর তিনি দু' হাত দ্বারা মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু' খানা একবার সামনে আনলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

١١٥٧ بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

১১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা

١٧٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ الْمُحْرِمُ .

১৭২২ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে 'আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যার চপ্পল নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে।

١٧٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

১৭২৩ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুহরিম ব্যক্তি কী কাপড় পরিধান করবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপী এবং যাফরান কিংবা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তার চপ্পল না থাকে তা হলে মোজা পরবে, তবে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচ থেকে কেটে নিবে।

١١٥٨ بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

১১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরিধান করবে

banglainternet.com

١٧٢٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

১৭২৪ আদম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আরাফার ময়দানে আমাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর ভাষণে বললেন ঃ (মুহরিম অবস্থায়) যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার চপ্পল নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

١١٥٩ بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

১১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা। ইকরিমা (র) বলেছেন, শত্রুর আশঙ্কা হলে মুহরিম অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদয়া দিয়ে দেবে। তবে ফিদয়া আদায় করা সম্পর্কে আর কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি

١٧٢٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَيُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

১৭২৫ 'উবায়দুল্লাহ (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুল-কা'দা মাসে 'উমরা আদায় করার নিয়তে রওয়ানা হলে মক্কাবাসী লোকেরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয় বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করবেন।

١١٦٠ بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حَلاَلاً وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ

১১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা ও হারম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা। ইবন 'উমর (রা) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। নবী করীম ﷺ হজ্জ ও 'উমরা আদায়ের সংকল্পকারী লোকদেরকেই ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছিলেন। কাঠ বহনকারী এবং অন্যান্যদের জন্য তিনি ইহরাম বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি

١٧٢٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

banglainternet.com

১৭২৬ মুসলিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল-হুলাইফা, নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' নামক স্থানকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য এবং হজ্জ ও 'উমরার সংকল্প করে বাইরে থেকে আগত যাত্রী, যারা এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসাবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী লোকদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই তাদের ইহরাম বাঁধার জায়গা। এমন কি মক্কাবাসী লোকেরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

١٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ ۔

১৭২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরস্ত্রাণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইব্‌ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে তোমরা হত্যা কর।

١١٦١ بَابُ اِذَا اَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَقَالَ عَطَاءٌ اِذَا تَطَيَّبَ اَوْلَبِسَ جَاهِلًا اَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

১১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে। 'আতা (র) বলেন, অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে যদি কেউ সুগন্ধি মাখে অথবা জামা পরিধান করে, তাহলে তার উপর কোন কাফফারা নেই

١٧٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا اَثَرُ صُفْرَةٍ اَوْ نَحْوِهِ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِيْ تُحِبُّ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِيْ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ ۔

১৭২৮ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্‌ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় হলুদ বা অনুরূপ রংগের চিহ্ন বিশিষ্ট জামা পরিহিত এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন। আর 'উমর (রা) আমাকে বললেন, নবী ﷺ-এর প্রতি যখন অহী নাযিল হয় সে মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর (ঐ সময়ে) নবী ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল হল। তারপর

banglainternet.com

এ অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি (প্রশ্নকারীকে) বললেন ঃ হজ্জে তুমি যা কর 'উমরাতেও তাই কর। এক ব্যক্তি অন্য একজনের হাত কামড়িয়ে ধরলে তার সামনের দু'টি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এ সংক্রান্ত নালিশ তিনি বাতিল করে দেন।

١١٦٢ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

১১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির 'আরাফাতে মৃত্যু হলে নবী করীম ﷺ তার পক্ষ হতে হজ্জের বাকী রুকনগুলো আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করেন নি

١٧٢٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي .

১৭২৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দানে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে উকূফ (অবস্থান) করছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেংগে যায় অথবা সাওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে অথবা বলেন তার পরিধেয় দু'টি কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং হানূত নামক সুগন্ধিও ব্যবহার কর না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিনে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

١٧٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

১৭৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দান নবী করীম ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তাঁর ঘাড় ভেংগে যায় অথবা সওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি মাখবে না আর তার মাথা ঢাকবে না এবং হানূতও লাগাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের ময়দানে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

banglainternet.com

١١٦٣ بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

১১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান

١٧٣١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১৭৩১ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। ফলে তিনি মারা যান। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দু' কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না; কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার উত্থান হবে।

١١٦٤ بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

১১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা মানত আদায় করা। মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ হজ্জ আদায় করতে পারে

١٧٣٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

১৭৩২ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হজ্জের মানত করেছিলেন তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি কি মনে কর যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য।

١١٦٥ بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

banglainternet.com

১১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা

١٧٣٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِيْ عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ۰

১৭৩৩ আবূ 'আসিম (র)... ফাযল ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা বললেন, (অপর সূত্রে) মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর যে হজ্জ ফরয হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ (নিশ্চয়ই আদায় হবে)।

١١٦٦ بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

১১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা

١٧٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ۰

১৭৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফযল (ইব্ন 'আব্বাস) (রা) নবী করীম ﷺ-এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা আসলেন। ফযল (রা) মহিলার দিকে তাকাতে লাগলেন এবং মহিলাও তার দিকে তাকাতে লাগলেন। আর নবী করীম ﷺ ফযল (রা)-এর মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ সময় মহিলাটি বললেন, আমার পিতার বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এমন সময়, যখন তিনি সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারছেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

banglainternet.com

١١٦٧ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

১১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের হজ্জ আদায় করা

١٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَنِي اَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

১৭৩৫ আবুন নু'মান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

١٧٣٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ اَسِيْرُ عَلٰى اَتَانٍ لِي وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى حَتّٰى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৭৩৬ ইসহাক (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গাধীর পিঠে আরোহণ করে (মিনায়) আগমন করলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী ছিলাম। ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি চলতে চলতে প্রথম কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে চলে যাই। এরপর সওয়ারী থেকে নিচে অবতরণ করি। গাধীটি চরে খেতে লাগল। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লোকদের সাথে কাতারে শামিল হয়ে যাই। ইউসুফ (র) ইবন শিহাব (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় 'মিনা' শব্দের পর 'বিদায় হজ্জের সময়' কথাটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ .

১৭৩৭ 'আবদুর রাহমান ইবন ইউনুস (র) .... সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাত বছর বয়সে আমাকে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করানো হয়েছে।

١٧٣٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

১৭৩৮ 'আমর ইবন যুরারা (র)... 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সায়িব ইবন

ইয়াযীদ সম্পর্কে বলতেন, সায়িবকে নবী করীম ﷺ-এর সফর সামগ্রীর কাছে বসিয়ে হজ্জ করানো হয়েছে।

١١٦٨ بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ

১১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হজ্জ ঃ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা) হতে বর্ণিত, যে বছর 'উমর (রা) শেষবারের মত হজ্জ আদায় করেন সে বছর তিনি নবী করীম ﷺ-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা) এবং 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন।

١٧٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল মাকবূল হজ্জ। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়ব না।

١٧٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أُخْرُجْ مَعَهَا .

১৭৪০ আবু'ন নু'মান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যেতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তার সাথেই যাও।

banglainternet.com

١٧٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৪১ 'আবদান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান (রা) নামক এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ হজ্জ আদায় করাতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, অমুকের আব্বা অর্থাৎ তাঁর স্বামী, কারণ পানি টানার জন্য আমাদের মাত্র দু'টি উট আছে। একটিতে সাওয়ার হয়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছেন। আর অন্যটি আমাদের জমিতে পানি সিঞ্চনের কাজ করছে। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ রমযান মাসে একটি 'উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন ঃ আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান। হাদীসটি ইবন জুরায়জ (র)... 'আতা (র) ও ইবন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'উবায়দুল্লাহ (র) জাবির (রা)-এর সূত্রে এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৭৪২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

১৭৪২ সুলায়মান ইবন হারব (র)... যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম কাযা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সা'ঈদ (রা)-কে যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি (অথবা) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, এ বিষয়গুলো আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছে এবং চমৎকৃত করে ফেলেছে : (তা হল এই), স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা দুই দিনের পথ সফর করবে না। 'ঈদুল ফিতর এবং 'ঈদুল আযহা– এ দুই দিন কেউ সাওম পালন করবে না। 'আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন সালাত আদায় করবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা– এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।

banglainternet.com

١١٦٩ بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

১১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মানত করে

١٧٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ ‧

১৭৪৩ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন ঃ তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।

١٧٤٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ ‧

১৭৪৪ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)... 'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল। আমাকে এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে ফতোয়া আনার নির্দেশ করলে আমি নবী করীম ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক। ইয়াযীদ ইবন আবূ হাবীব (র) বলেন, আবুল খায়ের (র) 'উকবা (রা) থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতেন না।

١٧٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ‧

banglainternet.com

১৭৪৫ আবূ 'আসিম (র)... 'উকবা (রা) থেকেও এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

Subhanallahi owabihamdihi , Subhanallahi owabihamdihi
“All credit goes to ALLAH, who gave me the power to do this work”